রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৩১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৮৩—৫৩৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫২৫—১৭২৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০০১—১২২৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪৩১/০৮ মে ২০২৪

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৩৬.২৩-৫৮**—জনাব সাইফুল ইসলাম (২০৯২০০০১), হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রাক্তন: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ) এর বিরুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূতভাবে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন কার্য সম্পাদনের অভিযোগ দায়ের করা হয়;

যেহেতু, তিনি আবেদন যথা নিয়মে যাচাই না করেই তার ইউজার আইডি (saifulislam_mkt) হতে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন আবেদনের ক্যাটাগরি নির্ধারণ করতঃ দায়িত্বে অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন;

যেহেতু, তার এরূপ কার্য শৃঙ্খলার পরিপন্থি হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১২/২০২৩ রুজু করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় কার্যধারায় তাকে কারণ দর্শানো হলে তিনি লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ১৯-১১-২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করার ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা থাকায় তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত বোর্ডের নিকট তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়নি;

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

সেহেতু, জনাব সাইফুল ইসলাম (২০৯২০০০১), হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রাক্তন: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ) এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় নথি পর্যালোচনা ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ক) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানসহ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার পূর্বক বিভাগীয় মামলা নং-১২/২০২৩ নিষ্পত্তি করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়াসহ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

[প্রজ্ঞাপন]

তারিখঃ ৩০ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং **২৫/২০২৪/কাস্টমস/১৯৭**—The Customs Act, 1969 এর Section-13 (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ন্যাশনাল ওয়্যারহাউস ঢাকা এর বন্ড লাইসেন্স ০৮/কাস-এসবিডব্লিউ/১৯৮২, তারিখঃ ১৬-০৩-১৯৮২ খ্রি. এর অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র.নং	পন্যের বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আমদানি প্রাপ্যতা (মা: ড:)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ (মা: ড:)
১.	লিকার/এলকোহেলিক বেভারেজ/সিগারেট/ সিগার ও টোব্যাকো	১৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	৫২,২০০ (বায়ান্ন হাজার দুইশত) মার্কিন ডলার [ইতোপূর্বে অনাপত্তি পত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত পন্যের শুল্কায়িত মূল্য বিয়োজনের শর্তে]

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এইচ এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বিএসইসি ও বিআইসিএম শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৮ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৪২১.১১.০০১.২৪-৪৮**—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কমিশনার অধ্যাপক শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ-কে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা-৫(৬) মোতাবেক আগামী ২০ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে অথবা পরবর্তী যোগদানের তারিখ হতে ৪ বছর মেয়াদের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কমিশনার পদে পুন:নিয়োগ প্রদান করা হলো। তাঁর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৪২১.১১.০০১.২৪-৪৯**—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা-৫(২) মোতাবেক ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এটিএম তারিকুজ্জামান, সিপিএ কে আগামী ২০ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে অথবা পরবর্তী যোগদানের তারিখ হতে ৪ বছর মেয়াদের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তাঁর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৪২১.১১.০০১.২৪-৫০**—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা-৫(২) এর বিধান মোতাবেক পিআরএল ভোগরত কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সাবেক মহাপরিচালক (সচিব) জনাব মোহাম্মদ মোহসীন চৌধুরী কে আগামী ২ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে অথবা পরবর্তী যোগদানের তারিখ হতে ৪ বছরের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তাঁর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহিদ হোসেন
যুগ্মসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬
আদেশ

তারিখ : ২২ বৈশাখ ১৪৩১/০৫ মে ২০২৪

বিষয়: **নোটারীরূপে কাজ করার সার্টিফিকেট প্রদান।**

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.১১৩.২৩.৬৫**—The Notaries Ordinance, 1961-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে পিরোজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব নিজাম উদ্দিন হাওলাদার, পিতা-মোঃ আবুল হাসেম হাওলাদার, মাতা-মোছাঃ জামিনা খাতুন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ বৈশাখ ১৪৩১/০৬ মে ২০২৪

নং **৪৬.৪২.০০০০.০০০.৯৯.০৬৩.১৭-৫৩০**—নোয়াখালী ও মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	জনাব এম এইচ শওকত রেজা চৌধুরী, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৫, জেলা পরিষদ, নোয়াখালী।	২৬ এপ্রিল ২০২৪	২৮-১১-২০২২
২.	জনাব এম মাহবুব উল্লাহ, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০২, জেলা পরিষদ মুন্সীগঞ্জ।	২৪ এপ্রিল ২০২৪	০৯-০১-২০২৩

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১) ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্যগণের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদসমূহ শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা আইরিন
উপসচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৬ বৈশাখ ১৪৩১/২৯ এপ্রিল ২০২৪

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.২৩-৫৪৪**—যেহেতু, জনাব আব্দুল কাদের সেখ, পিতা-মৃতঃ উমর আলী সেখ, গ্রাম: চর গাঁওকুড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ইসলামপুর পৌরসভা, ডাকঘর: পলবান্ধা, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর, ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার ১১ (এগারো) জন কাউন্সিলর কর্তৃক আনীত স্বেচ্ছাচারী আচরণ, সরকারি গুদামের মালামাল লুট, আত্মসাৎ এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ (১) (খ)(ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ (১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে;

এবং যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় 'পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কার্যকলাপে জড়িত থাকা' এবং অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দায়ে তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে,

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ (১) অনুযায়ী জনাব আব্দুল কাদের সেখ, পিতা-মৃতঃ উমর আলী সেখ, গ্রাম: চর গাঁওকুড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ইসলামপুর পৌরসভা, ডাকঘর: পলবান্ধা, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর-কে ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.২৩-৫৪৫—জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল কাদের সেখ এর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার ১১ (এগারো) জন কাউন্সিলর কর্তৃক আনীত স্বেচ্ছাচারী আচরণ, সরকারি গুদামের মালামাল লুট, আত্মসাৎ এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী তাঁকে ইসলামপুর পৌরসভার মেয়রের পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল কাদের সেখ-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় এবং উক্ত পৌরসভার মেয়র পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ (৩) অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১ কে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে পৌরসভার মেয়রের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪৩১/০৯ মে ২০২৪

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯.৫৫১**—কক্সবাজার জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। কক্সবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	জনাব জাফর আহমদ, সদস্য, ওয়ার্ড নং ০১, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার	২২-০৪-২০২৪	০১-১২-২০২২

২। এমতাবস্থায়, কক্সবাজার জেলা পরিষদের উল্লিখিত সদস্য তার স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১) ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্য এর পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

নং **৪৬.৪২.০০০০.০০০.৯৯.০৬৩.১৭.৫৫৭**—কুমিল্লা জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। কুমিল্লা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	জনাব মোহাম্মদ মকবুল হোসেন, সদস্য, ওয়ার্ড নং ০৪, জেলা পরিষদ, কুমিল্লা	০৮-০৫-২০২৪	২৮-১১-২০২২

২। এমতাবস্থায়, কুমিল্লা জেলা পরিষদের উল্লিখিত সদস্য তার স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১) ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্য এর পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা আইরিন
উপসচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪৩১/১২ মে ২০২৪

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০২৭.২২-৬১১**—পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভার পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায়, উক্ত পৌরসভার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪২ এর সংশোধনক্রমে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর ধারা ৯ (১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে মঠবাড়িয়া পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো:

জেলার নাম	পৌরসভার নাম ও শ্রেণি	নিয়োগকৃত প্রশাসক-এর নাম ও ঠিকানা
পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া 'ক' শ্রেণি	জনাব মোঃ রাইসুল ইসলাম সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা-মঠবাড়িয়া জেলা-পিরোজপুর

২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী নিয়োগকৃত প্রশাসক উক্ত পৌরসভার সার্বিক দায়িত্ব পালন ও কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন। তিনি নিজ পদ হতে বদলি হলে যথাশীঘ্র স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২৩-৬১৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ জানে আলম খোকা, পিতা-গাজীউর রহমান, টাউন কলোনী, শেরপুর, বগুড়া শেরপুর পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার দোকান বরাদ্দের নামে অর্থ আত্মসাত, বিধি বর্হিভূতভাবে বাস টার্মিনালের ২০২০ এবং ২০২১ সালের ইজারা মওকুফ, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে মাষ্টাররোলে কর্মচারী নিয়োগ, জীপ গাড়ী মেরামতের নামে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ, ২২৮টি দোকান বরাদ্দ প্রদান না করা, পৌরসভার বিভিন্ন ক্রয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম, পৌরসভার গৃহকর এসেসমেন্টে দুর্নীতি, ইমারত ও ভূমির উপর অতিরিক্ত কর আদায় সংক্রান্ত আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছেন;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ (১) (খ) (ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় 'পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কার্যকলাপে জড়িত থাকা'এবং অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাবস্ত্য হওয়ার দায়ে তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে,

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ জানে আলম খোকা, পিতা-গাজীউর রহমান, টাউন কলোনী, শেরপুর, বগুড়া-কে বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার মেয়র এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২৩-৬১৯**—যেহেতু, জনাব ফিরোজ উদ্দীন আহমেদ জুয়েল, বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর দায়িত্ব পালন করেছেন ; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার মালিকানাধীন ধুনট মোড় বাস টার্মিনাল সংলগ্ন দোকান বরাদ্দের সেলামী বাবদ ২ লক্ষ টাকা এবং ধুনট মোড় বাইতুন নূর মসজিদের দক্ষিণে জমি লীজ প্রদান বাবদ ৫ লক্ষ টাকাসহ মোট ৭ লক্ষ টাকা পৌর রাজস্ব তহবিলে জমা প্রদান না করে আত্নসাৎ করার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ (১) (খ) (ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাকে কাউন্সিলর এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় 'পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কার্যকলাপে জড়িত থাকা'এবং অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাবস্ত্য হওয়ার দায়ে তাকে কাউন্সিল এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার কাউন্সিল এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে,

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ ফিরোজ উদ্দীন আহামেদ জুয়েল, পিতা-গাজীউর রহমান, টাউন কলোনী, শেরপুর, বগুড়া-কে বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২৩-৬১৬**—বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ জানে আলম খোকা এর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার দোকান বরাদ্দের নামে অর্থ আত্নসাত, বিধি বহির্ভূতভাবে বাস টার্মিনালের ২০২০ এবং ২০২১ সালের ইজারা মওকুফ, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে মাষ্টাররোলে কর্মচারী নিয়োগ, জীপ গাড়ী মেরামতের নামে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ, ২২৮টি দোকান বরাদ্দ প্রদান না করা, পৌরসভার বিভিন্ন ক্রয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম, পৌরসভার গৃহকর এসেসমেন্টে দুর্নীতি, ইমারত ও ভূমির উপর অতিরিক্ত কর আদায় সংক্রান্ত আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী তাঁকে বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার মেয়রের পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ জানে আলম খোকা-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় এবং উক্ত পৌরসভার মেয়র পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ (৩) অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১ কে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে পৌরসভার মেয়রের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২৩-৬১৯**—যেহেতু, জনাব ফিরোজ উদ্দীন আহমেদ জুয়েল, বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর দায়িত্ব পালন করছেন ; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার মালিকানাধীন ধুনট মোড় বাস টার্মিনাল সংলগ্ন দোকান বরাদ্দের সেলামী বাবদ ২ লক্ষ টাকা এবং ধুনট মোড় বাইতুন নূর মসজিদের দক্ষিণে জমি লীজ প্রদান বাবদ ৫ লক্ষ টাকাসহ মোট ৭ লক্ষ টাকা পৌর রাজস্ব তহবিলে জমা প্রদান না করে আত্নসাৎ করার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ (১) (খ) (ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাকে কাউন্সিলর এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় 'পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কার্যকলাপে জড়িত থাকা'এবং অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাবস্ত্য হওয়ার দায়ে তাকে কাউন্সিলর এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার কাউন্সিল এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে,

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব ফিরোজ উদ্দীন আহমেদ জুয়েল, পিতা-গাজীউর রহমান, টাউন কলোনী, শেরপুর, বগুড়া-কে বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪৩১/০৯ মে ২০২৪

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৮.২৩-১১৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ মুমিনুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ, কানাডিয়ান পাসপোর্ট গ্রহণ করে ০২-০৭-২০২৩ তারিখ কানাডিয়ান পাসপোর্ট নং AJ357527 ব্যবহার করে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা হয়ে কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইট QR639 যোগে কানাডার টরোন্টোতে গমন করেন। যেহেতু, তিনি কানাডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় তাকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ধারা ৪০ এর উপধারা (১) ও (২) অনুযায়ী অভিযুক্ত করে বর্ণিত অভিযোগের দায়ে একই আইনের একই ধারার ৪০ এর উপধারা (৩) ও (৪) মোতাবেক কেন চাকরি অবসানের আদেশ প্রদান করা হবে না এবং একইসাথে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ কার্যকর হওয়ার তারিখ (০১-১০-২০১৯) থেকে পরবর্তী সময়ের সরকারের নিকট থেকে গৃহীত বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি কেন আদায় করা হবে না তা জানতে চেয়ে পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে/ই-মেইল/WhatsApp-এ প্রেরণ করা হয়। যেহেতু, তিনি WhatsApp এ নোটিশটি দেখা সত্ত্বেও নোটিশের জবাব দেননি এবং ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশটি প্রাপককে ঠিকানায় খুজেঁ না পাওয়ায় জারি না হয়ে ফেরত আসে; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মুমিনুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ বিদেশি রাষ্ট্রের পাসপোর্ট/নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং নোটিশ পেয়েও নোটিশের জবাব না দেয়ায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ধারা ৪০ এর উপধারা (১) ও (২) এবং ধারা ৪০ এর উপধারা (৩) ও (৪) মোতাবেক তার চাকরি অবসানের আদেশ প্রদান এবং এ আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ (০১-১০-২০১৯) থেকে পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত সকল বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি আদায়ের বিষয়ে পরামর্শের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯-এর প্রবিধি ০৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকরি অবসানের পাশাপাশি সরকারি চাকুরি আইন, ২০১৮ কার্যকর হওয়ার তারিখ (০১-১০-২০১৯) থেকে পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত সকল বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি আদায় করার বিষয়টি অনুমোদন করেছেন; এবং

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ মুমিনুল হকের বিরুদ্ধে 'চাকরি অবসানের আদেশ' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অভিযুক্ত কর্মকর্তার 'চাকরি অবসানের আদেশ' দণ্ড আরোপের প্রস্তাব এবং সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ কার্যকর হওয়ার তারিখ (০১-১০-২০১৯) থেকে পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত সকল বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা আদায়ের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ মুমিনুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ গনপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪০ এর উপধারা (১) বিধান লঙ্ঘন করে বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই আইনের ধারা ৪০ এর উপধারা (২) অনুযায়ী তার চাকরি অবসান আদেশ প্রদান করা হলো এবং সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ কার্যকর হওয়ার তারিখ (০১-১০-২০১৯) থেকে পরবর্তী সময়ে জনাব মোঃ মুমিনুল হক কর্তৃক গৃহীত সকল বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা তার নিকট থেকে আদায় করারও আদেশ প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নবীরুল ইসলাম
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৯.০০.০০০০.১১০.৯৯.০২৮.২৪-২৪৯**—শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন, ২০০২ এর ৬ নং ধারা মোতাবেক নিম্নোক্ত

সদস্যগণের সমন্বয়ে শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকার "বোর্ড অব গভর্নরস" গঠন করা হলো :—

চেয়ারম্যান

(১) মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত ০২(দুই) জন সংসদ সদস্য

(ক) জনাব ফজিলাতুন নেসা, মাননীয় সংসদ সদস্য;

(খ) জনাব আরমা দত্ত, মাননীয় সংসদ সদস্য ;

(৩) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (পদাধিকারবলে);

(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে);

(৫) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (পদাধিকারবলে);

(৬) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা (পদাধিকারবলে);

(৭) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, তোপখানা রোড, ঢাকা (পদাধিকারবলে);

(৮) মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে);

(৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন প্রখ্যাত শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ

(ক) ডাঃ আফতাব ইউসুফ রাজ, সিনিয়র কনসালটেন্ট (নিউনেটোলজি), স্কয়ার হাসপাতাল, ঢাকা;

(১০) সরকার কর্তৃক মনোনীত ০১(এক) জন প্রখ্যাত স্ত্রী রোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ

(ক) ডাঃ রওশন আরা বেগম, অধ্যাপক (অবঃ) (গাইনী এন্ড অবস্), বেসরকারি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা;

(১১) সরকার কর্তৃক মনোনীত শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ০২(দুই) জন ব্যক্তি

(ক) ডাঃ নিলুফার সুলতানা, অধ্যাপক (অবঃ) (গাইনী এন্ড অবস্), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা;

(খ) ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান, কনসালটেন্ট (পেডিয়াট্রিক্স), বাসা-১২, ফ্লাট-এ/১০, রোড-১৫ (২৮ পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯;

(১২) নির্বাহী পরিচালক ব্যতীত ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে ০১(এক) জন জ্যেষ্ঠতম মেডিক্যাল অফিসার-

(ক) অধ্যাপক ডাঃ ওয়াহিদা খানম, বিভাগীয় প্রধান (শিশু), শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, ঢাকা;

সদস্য-সচিব

(১৩) নির্বাহী পরিচালক (পদাধিকারবলে)।

(খ) "বোর্ড অব গভর্নরস" এর কার্য-পরিধিঃ

(১) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী পরিচালনা ও প্রশাসন একটি "বোর্ড অব গভর্নরস" এর উপর ন্যস্ত থাকবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ড অব গভর্নরসও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে;

(২) ইনস্টিটিউট তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে;

(৩) মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ হতে ০৩(তিন) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে, শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শায়ে উক্তরূপ কোন সদস্য-কে তার পদ হতেও যে কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্য স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন, কিন্তু সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হবে না;

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সংসদ সদস্য পরবর্তীতে সংসদ সদস্য হিসেবে না থাকলে তার পদ শূন্য হবে এবং তদস্থলে ০১(এক) জন নতুন সংসদ সদস্য মনোনীত হবেন।

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও জনস্বার্থে জারীকৃত আদেশ ১২-০৪-২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শারমিন ইয়াসমিন
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ মে ২০২৪/২৯ বৈশাখ ১৪৩১

নং **৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.১১৫.২১.২৪**—ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারামতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি' এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০(দশ) সদস্য-বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
১.	চেয়ারম্যান	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	উপসচিব	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	এ্যাড সুস্মিতা চাকমা	গ্রাম: বনরূপা, ত্রিদিব নগর, ডাকঘর: রাঙ্গামাটি, উপজেলা: সদর, জেলা: রাঙ্গামাটি	সদস্য
৫.	জনাব মং উচিং মারমা	গ্রাম: কাইপাহাড়, ডাকঘর: রাঙ্গামাটি, উপজেলা: তবলছড়ি, জেলা: রাঙ্গামাটি	সদস্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
৬.	জনাব মনোজ বাহাদুর গুর্খা	পিতা: প্রয়াত জিত বাহাদুর মামি, মাতা: প্রয়াত ভানু মায়া মামি, জেল রোড, কন্ট্রাকটর পাড়া, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি	সদস্য
৭.	জনাব প্রহেলিকা ত্রিপুরা	গ্রাম: গর্জনতলী, ডাকঘর: রাঙ্গামাটি জেলা: রাঙ্গামাটি	সদস্য
৮.	এ্যাড মো: রফিকুল ইসলাম	পিতা: মো: আবুল হাসেম, মাতা: জান্নাতুল নাহার, চম্পক নগর, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, কোতয়ালী থানা, রাঙ্গামাটি	সদস্য
৯.	জনাব রেমলিয়ানা পাংখোয়া	গ্রাম: পাংখোয়া পাড়া, ডাকঘর: বিলাইছড়ি, উপজেলা: বিলাইছড়ি, জেলা: রাঙ্গামাটি	সদস্য
১০.	পরিচালক	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি	সদস্য-সচিব

২। 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনগর্ঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। একই আইনের ৭(৬) উপ-ধারা অনুযায়ী নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক দুই ব্যক্তিকে নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে।

৩। এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখের ৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.১১৫.২১.১১০ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি নির্দেশক্রমে এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৯ বৈশাখ ১৪৩১/১২ মে ২০২৪

নং **১৬.০০.০০০০.০২৭.১১.০০১.২৩-৭০**—হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করলেন:

ক্র. নং	নাম	ট্রাস্টি বোর্ডের পদবি
১.	মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
২.	ড. শ্রী বীরেন শিকদার মাননীয় সংসদ সদস্য, ৯২ মাগুরা-২	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান (মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত মাননীয় সংসদ সদস্য)
৩.	জনাব আরমা দত্ত মাননীয় সংসদ সদস্য, ৩৪০ মহিলা আসন-৪০	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান (মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত মাননীয় সংসদ সদস্য)
৪.	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৫.	জনাব সুব্রত পাল	ভাইস চেয়ারম্যান
৬.	অধ্যাপক ড. অসীম সরকার	ট্রাস্টি
৭.	জনাব মনোরঞ্জন শীল গোপাল	
৮.	অধ্যাপক ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত	
৯.	জনাব পাপ্পু সাহা	
১০.	জনাব অমল কান্তি দাশ	
১১.	জনাব তপন কুমার সেন	
১২.	বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বপন কুমার রায়	
১৩.	জনাব ববিতা রাণী সরকার	
১৪.	জনাব উদয় শঙ্কর চক্রবর্তী	
১৫.	জনাব অশোক মাধব রায়	
১৬.	ইঞ্জিনিয়ার পি. কে. চৌধুরী	
১৭.	জনাব নান্টু রায়	
১৮.	অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায়	
১৯.	জনাব শ্যামল সরকার	
২০.	এডভোকেট শম্ভুনাথ রায়	
২১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল কুমার দাস	
২২.	জনাব দোলা গুহ	
২৩.	জনাব অংকন কর্মকার	
২৪.	ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার দত্ত	
২৫.	জনাব উত্তম চক্রবর্তী রকেট	

২। ট্রাস্টি বোর্ড-এর মেয়াদকাল ২২-২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে সরকার কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৫ বৈশাখ ১৪৩১/০৮ মে ২০২৪

নং **৩০.০০.০০০০.০১০.১৮.০১১.২৩-২৯৩**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিগত ২২ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৩০.১২.০০১.২৩-১৭৯ নং প্রজ্ঞাপনমূলে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব এ কে এম বেনজামিন রিয়াজী (৬৫৩৩)-কে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৫.২৪-৪১০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে জনাব এ কে এম বেনজামিন রিয়াজী (৬৫৩৩)-কে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) পদে পূর্বের কর্মস্থলে (ইনসিটু) প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি ২৫.৪.২০২৪ খ্রি. তারিখ পূর্বাহ্নে এ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন। তাঁর যোগদানপত্র গ্রহণপূর্বক হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) পদে নিম্নোক্ত শর্তে নির্দেশক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

(ক) তিনি বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন উত্তোলন করবেন;

(খ) তিনি পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি পাবেন;

(গ) তাঁকে বিনা ভাড়ায় বাসস্থান দেয়া হলে তিনি কোন বাড়ি ভাড়া ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন না;

(ঘ) তিনি প্রযোজ্য সকল বাধ্যতামূলক চাঁদা যথা-ভবিষ্য তহবিল, গোষ্ঠী বীমা, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি বিধি মোতাবেক পরিশোধ করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৬ বৈশাখ ১৪৩১/০৯ মে ২০২৪

নং **৩০.০০.০০০০.০১০.১৮.০৫৪.২২-২৯৯**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিগত ২২ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৩০.১২.০০১.২৩-১৭৯ নং প্রজ্ঞাপনমূলে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (৬৫৪২)-কে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৫.২৪-৪১০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (৬৫৪২)-কে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) পদে পূর্বের কর্মস্থলে (ইনসিটু) প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি ২৫.৪.২০২৪ খ্রি. তারিখ পূর্বাহ্নে এ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন। তাঁর যোগদানপত্র গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) পদে নিম্নোক্ত শর্তে নির্দেশক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

(ক) তিনি বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন উত্তোলন করবেন;

(খ) তিনি পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি পাবেন;

(গ) তাঁকে বিনা ভাড়ায় বাসস্থান দেয়া হলে তিনি কোন বাড়ি ভাড়া ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন না;

(ঘ) তিনি প্রযোজ্য সকল বাধ্যতামূলক চাঁদা যথা-ভবিষ্য তহবিল, গোষ্ঠী বীমা, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি বিধি মোতাবেক পরিশোধ করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রাহেনুল ইসলাম
উপসচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১২ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০১.১৮.৪৮৮**—The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment upto 2006), এর ধারা ৩ এবং The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এর বিধি ৪ মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

০১. সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

০২. সিনিয়র সচিব/সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৩. প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

০১. অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৫. প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার)

০৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

০৭. সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, ঢাকা

০৮. বেগম সালমা বেগম সুজাতা (সুজাতা আজিম), বিশিষ্ট অভিনেত্রী

০৯. জনাব খোরশেদ আলম খসরু, চলচ্চিত্র প্রযোজক

১০. জনাব জাহাঙ্গীর আলম, চলচ্চিত্র পরিচালক

১১. মিস অরুনা বিশ্বাস, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী

১২. মিস দিলারা হানিফ পূর্ণিমা, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী

১৩. জনাব আজিজুল হাকিম, বিশিষ্ট অভিনেতা

১৪. মিস রোকেয়া প্রাচী, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী

সদস্য-সচিব

১৫. ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ঢাকা

০২। বোর্ডের কার্যক্রম The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment upto 2006), The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এবং The Code for Censorship of Films in Bangladesh, 1985 ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-বিধি অনুসারে পরিচালিত হবে।

০৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০৬ জুন ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০২-২৪-২৩২—যেহেতু, জনাব মোঃ মেহেদী হাসান (পরিচিতি নম্বর: ১৭০০১), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দিনাজপুর এবং বর্তমানে সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা গত ০৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় দিনাজপুর জেলাধীন ফুলবাড়ী উপজেলায় সুধীজনদের নিয়ে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত একটি মাদকবিরোধী মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর-এর অনুমোদন ব্যতিরেকে জেলা প্রশাসন, দিনাজপুরের নাম ব্যবহার করে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার জনাব রেবা রানী রায়কে ডাঃ উপাধি দিয়ে 'রত্নগর্ভা মা' নামীয় ক্রেস্ট প্রদান এবং উক্ত ক্রেস্ট প্রদানের বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনকে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০২.২৪-১৩৫ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আনীত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে লিখিত জবাব দাখিল করতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ০২-০৬-২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং শুনানীকালে রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগনামায় উল্লিখিত অভিযোগসমূহ উত্থাপন করলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বলেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে এবং জনকল্যাণমূলক অভিপ্রায়ে এহেন কর্মসম্পাদন করেছেন এবং তিনি তাঁর এহেন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন; এবং

৩। যেহেতু, শুনানিকালে দাখিলকৃত কাগজপত্র ও উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা সরল বিশ্বাসে এবং জনকল্যাণমূলক অভিপ্রায়ে একজন সফল মাকে পদক প্রদান করলেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সতকর্তা অবলম্বন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা প্রথমবারের মত এ ধরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ মেহেদী হাসান (পরিচিতি নম্বর: ১৭০০১), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দিনাজপুর এবং বর্তমানে সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-কে সরকারি দায়িত্ব পালনে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদানপূর্বক এই বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-৩

পরিপত্র

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪৩১/২৪ জুন ২০২৪

বিষয়: প্রাধিকারপ্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের জনবলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে চাল ও গমের বিক্রয়মূল্য পুনঃনির্ধারণ।

নং ০৭.০০.০০০০.১০৩.২০.০০১.২৪-৯৬৬—সরকার বিশেষ জরুরি হিসেবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠান, যথা: (১) স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ), (২) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই), (৩) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (সেনা, নৌ ও বিমান), (৪) বাংলাদেশ পুলিশ, (৫) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিপি), (৬) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর, (৭) দুর্নীতি দমন কমিশন, (৮) কারা অধিদপ্তর, (৯) বেসামরিক প্রতিরক্ষা এবং অগ্নিনির্বাপণ অধিদপ্তর এবং (১০) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জনবলের অনুকূলে সাশ্রয়ী মূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে চাল ও গমের মূল্য নিম্নরূপে পুনঃনির্ধারণ করলো:

(ক) চাল ও গমের বিক্রয়মূল্য হবে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের চাল ও গমের নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্যের ২০%;

(খ) অর্থ বিভাগ হতে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে চাল ও গমের অর্থনৈতিক মূল্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহতে অবহিত করা হবে; এবং

(গ) চাল ও গমের পুনঃনির্ধারিত এ হার ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

নূরউদ্দিন আল ফারুক
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসূহ

তারিখ, ০৯ আষাঢ় ১৪৩১/২৩ জুন ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.২৩-৮১৩—যেহেতু, জনাব আব্দুল কাদের সেখ, পিতা-মৃতঃ উমর আলী সেখ, গ্রাম: চর গাঁওকুড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ইসলামপুর পৌরসভা, ডাকঘর: পলবান্ধা, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর, ইসলামপুর পৌরসভার

মেয়র এর দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার ১১(এগারো) জন কাউন্সিলর কর্তৃক আনীত বিভিন্ন অভিযোগে অনাস্থা প্রস্তাব দাখিল করা হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে জবাব প্রদানের জন্য কারণ দর্শানো হলে তাঁর দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক নয় মর্মে বিবেচিত হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে উক্ত পৌরসভার ১১(এগারো) জন সদস্য এবং বিপক্ষে শূন্য ভোট প্রদান করায় অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮(১২) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা কাউন্সিলরের আসনটি সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা শূন্য বলে ঘোষণা করবে মর্মে বিধান রয়েছে;

সেহেতু, জনাব আব্দুল কাদের সেখ, পিতা-মৃতঃ উমর আলী সেখ, গ্রাম: চর গাঁওকুড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ইসলামপুর পৌরসভা, ডাকঘর: পলবান্ধা, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর, মেয়র, ইসলামপুর পৌরসভা-এর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮(১২) অনুযায়ী ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর আসনটি এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.২৩-৮১৪—জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল কাদের সেখ কর্তৃক মেয়র এর দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার ১১(এগারো) জন কাউন্সিলর কর্তৃক বিভিন্ন অভিযোগে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সরকার তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮(১২) অনুযায়ী জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর আসনটি ২৩ জুন ২০২৪ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭. ০০২.২৩-৮১৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে শূন্য ঘোষণা করা হয়।

২। এমতাবস্থায়, জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভায় নূতন মেয়র কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০(৩) অনুযায়ী পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১-কে উক্ত পৌরসভার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ মেয়র এর দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

পানি সরবরাহ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/১৩ জুন ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৪.২২(অংশ-১)-৪১৭—যেহেতু, বেগম ইসমত নূর-এ-জাহান, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ.দা.), পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (সমাপ্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা-এর অনুকূলে ০১-০৪-২০২১ হতে ৩১-০৭-২০২১ পর্যন্ত ০৪(চার) মাস যুক্তরাষ্ট্র গমন ও অবস্থানের জন্য অর্জিত ছুটি (বহিঃবাংলাদেশ ছুটি) মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্বের মঞ্জুরীকৃত ছুটির ধারাবাহিকতায় ১১-০৯-২০২১ হতে ১০-০২-২০২২ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) মাস অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি) মঞ্জুর করা হয়। অনুমোদিত ছুটি শেষে অতিরিক্ত ৬০(ষাট) দিন বা তদুর্ধ্ব সময় অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) মোতাবেক (Desertion) অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে (সর্বনিম্ন ধাপ) অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৯ম গ্রেডের ২২,০০০—৫৩,০৬০/-টাকার সর্বনিম্ন ধাপে ২২,০০০/-টাকার অবনতিকরণের দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

যেহেতু, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির পরও কর্মস্থলে যোগদান না করায় অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয় অবহিত করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং ৩(গ) মোতাবেক 'পলায়ন (Desertion)' এর দায়ে ২য় বার বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০১/২০২৪) রুজু করা হয়। রুজুকৃত মামলায় গত ০৪-০৬-২০২৪ তারিখে বর্ণিত কর্মকর্তার শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানী গ্রহণকালে বেগম ইসমত নূর-এ-জাহান নিম্নরূপ বক্তব্য প্রদান করেন:

২০২১ সালের মে মাসের ১১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৮-০৩-২০২১ তারিখের ১৯১ নম্বর স্মারকমূলে মঞ্জুরকৃত ০৪(চার) মাসের অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি) নিয়ে স্বামীর সাথে কর্মস্থল নিউইয়র্ক গমন করেন। তার স্বামী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। বর্ণিত ছুটি শেষে পরবর্তীতে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৬-০৬-২০২১ তারিখের ৫১২ নং স্মারকমূলে ১১-০৯-২০২১ হতে ১০-০২-২০২২ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) মাস অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি) মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ছুটি শেষে পারিবারিক কারণে ৫ বছর ১ মাস বয়সের পুত্র সন্তান-কে দেখাশোনা করার জন্য তার বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি বা নিকট আত্মীয় কারও পক্ষে নিউইয়র্ক আসা সম্ভব ছিলনা। তিনি ২৮-০৩-২০২২ তারিখে আরও ০২ বছরের (১১-০২-২০২২ হতে ১০-০২-২০২৪ পর্যন্ত) জন্য অসাধারণ ছুটির আবেদন করেন।

পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে পলায়ন (Desertion) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০৩/২০২২ রুজু করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি সেই অভিযোগের লিখিত জবাব ০৩-০৮-২০২৪ তারিখে ব্যক্তিগত ই- মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করেন এবং ০৭(সাত) মাসের অন্তঃসত্ত্বা থাকায় তিনি ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে শুনানীর জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৫-০৯-২০২২ তারিখের ৫০৫ নম্বর স্মারকমূলে তাকে স্ব-শরীরে উপস্থিত থেকে ১৩-০৯-২০২২ তারিখ শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান হয়। তদ্‌সময়ে তিনি

০৭(সাত) মাসের অন্তঃসত্ত্বা থাকায় আপনার পক্ষে শুনানীতে অংশগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য সময় চেয়েও ১০-০৯-২০২২ তারিখে ই-মেইলযোগে আবেদন করেন। তার ব্যক্তিগত ই-মেইলের মাধ্যমে ২৮-১১-২০২২ তারিখে জানতে পারেন যে, পলায়নের অভিযোগে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১-১১-২০২২ তারিখের ৭৩৮ নং স্মারকমূলে তাকে বেতন স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৯ম গ্রেড ২২,০০০—৫৩,০৬০/-টাকার স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে ২২,০০০/-টাকার অবনমিতকরণের দণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

তদ্‌সময়ে তৃতীয়বার সি-সেকশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের কারণে শারীরিক জটিলতা এবং বিদেশে দুই সন্তানকে একা প্রতিপালনের কারণে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। দুই সন্তানকে নিয়ে (সদ্যজাত ২ মাস বয়সী দ্বিতীয় ছেলে এবং ৫ বছর ৯ মাস বয়সী প্রথম ছেলে) তৎক্ষনাৎ তার পক্ষে একা নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় আসা সম্ভবপর ছিল না। তিনি একজন মা হিসেবে সেই সময় তার সন্তানদের মঙ্গল কামনার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তার এই অনুপস্থিতি ইচ্ছাকৃত নয়। তিনি পারিবারিক এবং শারীরিক পরিস্থিতির শিকার। তার শারীরিক অবস্থার কারণে দেশে ফিরে আসতে পারেননি।

পরবর্তীতে নিউইয়র্কে কর্মরত স্বামীর কাছে ০৭ বছর বয়সী বড় সন্তানকে নিউইয়র্কে রেখে ছোট ছেলেকে (বর্তমানে বয়স ১ বছর ৮ মাস) নিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং গত ১৭-০১-২০২৪ তারিখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে যোগদান করেন। বর্তমানে ঢাকায় বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি না থাকায় এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় ছোট ছেলেকে নিয়ে অবস্থান করছেন। অনুপস্থিতির কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং ৩(গ) মোতাবেক 'পলায়ন (Desertion)' এর দায়ে ২য় বার বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০১/২০২৪) রুজু করা হয় এবং তিনি ১৩-০৩-২০২৪ তারিখে জবাব দাখিল করেন।

তার অনুপস্থিতিকাল সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছাকৃত। এই সার্বিক পরিস্থিতির জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থী। একজন কর্মজীবী মা হিসেবে তার বর্তমান পরিস্থিতি মানবিক দৃষ্টিকোন হতে বিবেচনা করে তার পরবর্তী চাকুরি জীবন সুষ্ঠুভাবে পালনের সুযোগ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি চাকুরির সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনে আরও সতর্ক থাকবেন এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। অনুপস্থিতিকালে তিনি কোনরূপ বেতন-ভাতা উত্তোলন করেননি। তার অনুপস্থিতিকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হলে সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষ থাকবে না।

সার্বিক বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনাপূর্বক অনুপস্থিতি-কালকে (১১-০২-২০২৩ হতে ১৬-০১-২০২৪ পর্যন্ত) ০৬ (ছয়) মাস মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ (সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার তারিখ ১৩-০৯-২০২২) অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে আনীত পলায়নের (Desertion) অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক পুনরায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য তিনি আবেদন করেন।

যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৫-০৯-২০২২ তারিখের ৫০৫ নম্বর স্মারকমূলে বর্ণিত কর্মকর্তাকে স্ব-শরীরে উপস্থিত থেকে ১৩-০৯-২০২২ তারিখ শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান হয়। তদ্‌সময়ে তিনি ০৭ (সাত) মাসের অন্তঃসত্ত্বা থাকায় তার পক্ষে শুনানীতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য সময় চেয়ে ১০-০৯-২০২২ তারিখে ই-মেইলযোগে আবেদন করেন। তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। দুই সন্তানকে নিয়ে (সদ্যজাত ২ মাস বয়সী দ্বিতীয় ছেলে এবং ৫ বছর ৯ মাস বয়সী প্রথম ছেলে) তৎক্ষণাৎ তার পক্ষে একা নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় আসা সম্ভব ছিল না। তিনি একজন মা হিসেবে সেই সময় তার সন্তানদের মঙ্গল কামনার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। গত ১৭-০১-২০২৪ তারিখে তিনি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে যোগদান করেন। বর্ণিত কর্মকর্তা একজন সরকারি চাকুরিজীবী ও মা। অনুপস্থিতিকালে তিনি কোনরূপ বেতন-ভাতা উত্তোলন করেননি।

যেহেতু, বর্ণিত কর্মকর্তা অন্তঃসত্ত্বাকালীন মানসিক ও শারীরিক নাজুক অবস্থার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও অসাধারণ ছুটির আবেদন অনুমোদন ব্যতীরেকে তিনি ১১-০২-২০২৩ হতে ১৬-০১-২০২৪ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ২(চ) মোতাবেক 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগের পর্যায়ভুক্ত।

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী বেগম ইসমত নূর-এ-জাহান, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ.দা.), পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (সমাপ্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা-কে 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) মোতাবেক পরবর্তী একটি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০১/২০২৪) নিষ্পত্তি করা হলো। এছাড়া, বর্ণিত কর্মকর্তার ১১-০২-২০২৩ হতে ১৬-০১-২০২৪ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতিকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

অপরদিকে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় বেগম ইসমত নূর-এ-জাহান, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ.দা.), পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (সমাপ্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা-কে উক্ত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ ইব্‌রাহিম
সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/১২ জুন ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৮.২৩-৭৮৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আঃ মালেক, পিতা-মৃত আঃ রহমান, গ্রাম/রাস্তা-সূর্য্যপাড়া, ডাকঘর-ভবানীগঞ্জ-৬২৫০, ভবানীগঞ্জ পৌরসভা, বাগমারা, রাজশাহী ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভায় গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালে ৪টি প্যাকেজ ভিন্ন ভিন্ন দরদাতার নামে দরপত্র অনুমোদন করা হলেও এর মধ্যে ৩টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন না করেই আপনার কর্তৃক বিলের চেক

গ্রহণ, পৌরসভার এডিবি ফান্ড হতে ০৬-০৩-২০২২ তারিখ আহ্বানকৃত কোটেশন টেন্ডারে ৫,৮৬,০৪০/-(পাঁচ লক্ষ ছিয়াশি হাজার চল্লিশ) টাকার প্রাক্কলন অনুযায়ী সম্পূর্ণ কাজ না করেই অর্থ আত্মসাৎ, পৌর ভবনের নির্মাণ কাজ ঠিকাদারের পরিবর্তে নিজে করা এবং নির্মাণ কাজের অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক উত্তোলনের পরিবর্তে নিজ স্বাক্ষর করে চেক গ্রহণ, ট্রেড লাইসেন্স এবং পৌরকর আদায়ে অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, পৌরসভার ট্রাক, রোলার ও অন্যান্য সরঞ্জাম যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাফিলতি এবং পৌরসভার অধিক্ষেত্রে সড়কের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে স্লিপের মাধ্যমে টোল আদায়ের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় 'অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহার' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দায়ে তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে;

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ আঃ মালেক, পিতা-মৃত আঃ রহমান, গ্রাম/রাস্তা-সূর্য্যপাড়া, ডাকঘর-ভবানীগঞ্জ-৬২৫০, ভবানীগঞ্জ পৌরসভা, বাগমারা, রাজশাহী-কে রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৮.২৩-৭৮৫—রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোঃ আঃ মালেক এর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালে ৪টি প্যাকেজ ভিন্ন ভিন্ন দরদাতার নামে দরপত্র অনুমোদন করা হলেও এর মধ্যে ৩টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন না করেই আপনার কর্তৃক বিলের চেক গ্রহণ, পৌরসভার এডিবি ফান্ড হতে ০৬-০৩-২০২২ তারিখ আহ্বানকৃত কোটেশন টেন্ডারে ৫,৮৬,০৪০/-(পাঁচ লক্ষ ছিয়াশি হাজার চল্লিশ) টাকার প্রাক্কলন অনুযায়ী সম্পূর্ণ কাজ না করেই অর্থ আত্মসাৎ, পৌর ভবনের নির্মাণ কাজ ঠিকাদারের পরিবর্তে নিজে করা এবং নির্মাণ কাজের অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক উত্তোলনের পরিবর্তে নিজে স্বাক্ষর করে চেক গ্রহণ, ট্রেড লাইসেন্স এবং পৌরকর আদায়ের অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, পৌরসভার ট্রাক, রোলার ও অন্যান্য সরঞ্জাম যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাফিলতি এবং পৌরসভার অধিক্ষেত্রে সড়কের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে স্লিপের মাধ্যমে টোল আদায়ের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী তাঁকে রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়রের পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আঃ মালেক-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় এবং উক্ত পৌরসভার মেয়র পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০(৩) অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১ কে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে পৌরসভার মেয়রের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ জুন ২০২৪ খ্রিঃ

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬৪.১৮-১৮৫—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
১	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	দীপ্তি রহমান, আরাপপুর, ঝিনাইদহ;	চেয়ারম্যান
২	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	মোছাঃ শাহনাজ পারভীন, আরাপপুর, ঝিনাইদহ;	সদস্য
৩	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	এ্যাড. সালমা ইয়াসমিন, পাগলা কানাই, ঝিনাইদহ;	সদস্য
৪	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	ফাতেমা খাতুন, ব্যাপারীপাড়া, ঝিনাইদহ;	সদস্য
৫	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	এ্যাড. সুরাইয়া আকতার রুবি, পাগলা কানাই, ঝিনাইদহ।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের দীপ্তি রহমান, আরাপপুর, ঝিনাইদহ উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১৩-০৬-২০২৪ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৩৯.১৮-১৮৬—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ঢাকা জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্র. নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
১	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	প্রফেসর গীতাঞ্জলি বড়ুয়া, বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা), অধ্যক্ষ, আজিমপুর গভর্ণমেন্ট গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা-১২১৫;	চেয়ারম্যান
২	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	রোকসানা দিপু (সুশীল সমাজের মহিলা প্রতিনিধি), পরিচালক, প্রতিবেশী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, ঢাকা;	সদস্য
৩	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মায়ারানী বাউল, পিতা-মৃত: হরে কিশোর বাড়ৈ, গ্রাম: কান্দামাত্রা, পো: নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা;	সদস্য
৪	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম রোকেয়া হক, অবৈতনিক শিক্ষিকা, সাভার অধরচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা;	সদস্য
৫	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	নুসরাত ফারজানা ইলোরা, রং এ আমরা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, ৩৬৩/জি, উত্তর পিরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের প্রফেসর গীতাঞ্জলি বড়ুয়া, বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা), অধ্যক্ষ, আজিমপুর গভর্ণমেন্ট গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০১-০৭-২০২৪ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ আষাঢ় ১৪৩১/২৬ জুন ২০২৪

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০১১.২৪.১০৩—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. জনাব নাজনীন হোসেন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২. জনাব সুকল্যান বাছাড়, সিনিয়র কিউরেটর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

৩. জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক), আগারগাঁও, ঢাকা।

৪. প্রকৌ. প্রশীত কুমার সাহা, প্রধান প্রকৌশলী, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫. জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ভূঁঞা, পরিচালক (অতি: দায়িত্ব), আইএফএসটি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ড. কুদরাত-এ-খুদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সদস-্যসচিব

৬. উপসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রতন কুমার মন্ডল
উপসচিব।

সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১১ আষাঢ় ১৪৩১/২৫ জুন ২০২৪

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.১৯৯.১৯-২৯৮—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত-১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	**রাজা বীরেন্দ্রনাথ কুমার জমিদার বাড়ি** গ্রাম: জগদল ইউনিয়ন: কাশিপুর উপজেলা: রাণীশংকৈল জেলা: ঠাকুরগাঁও	কাশিপুর	০১	৪৮	০.৫০ একর	উত্তরে-বাড়ি দক্ষিণে-রাস্তা পূর্বে-রাস্তা পশ্চিমে-জগদল বিওপি ক্যাম্প	পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ পক্ষে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	হ্যাঁ	

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.১৯৯.১৯-২৯৯—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত-১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ				জমির পরিমাণ (একরে)			চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং (আরএস)		দাগ নং							
১	২	৩	৪		৫		৬			৭	৮	৯	১০
১।	**মহারাজপুর জমিদার বাড়ি** গ্রাম: মহারাজপুর ইউনিয়ন: মহারাজপুর উপজেলা: মুকসুদপুর জেলা: গোপালগঞ্জ	৯৫ নং মহারাজপুর	সাবেক	হাল	সাবেক	হাল	শ্রেণি	একর	শতাংশ	উত্তর-১ শুধীর ঘোষ পিং উপেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং-মহারাজপুর। দক্ষিণ-১ রাস্তা পূর্ব-১। খোন্দকার পারভেজ গং, পিং- খোন্দকার জাহাঙ্গীর আলম, সাং-মহারাজপুর। ১। পশ্চিম-রাস্তা	বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ		
			৪৩২	০১	১১১৯	২২০১	ভিটা	১	৫০		-ঐ-		
			৪৩২	০১	১১২০	২২০১	ভিটা		০১		-ঐ-		
			৪৩২	০১	১১২১	২২০৪	পুকুর		৬৫		-ঐ-		
			১৫৭১	১/১	১১১৬	২২০০	পতিত		২২		-ঐ-		
			১৫৯০	১/১	১১২৩	২২০৬	পুকুর পাড়		১১		-ঐ-		
			১৮৭৩	১/১	১১২২	২২০৫	পুকুর		১৬		-ঐ-		
			১১৯১	১/১	১১১৮	২২০২	অফিস ভবন		৩৭		-ঐ-		
							মোট=	৩	০২				

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

মাধ্যমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১২ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০০৪.২৩.৩৫২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), পিটিআই, পঞ্চগড় {সাবেক ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), পিটিআই, ফেনী}-এর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক শিষ্টাচার ও দাপ্তরিক রীতি-নীতি অনুসরণ না করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ব্যতিত সরাসরি সচিব ও বিভিন্ন দপ্তর প্রধান বরাবর আবেদন দাখিল; "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন স্ট্যাটাস প্রদান এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ফেনী পিটিআই-এর অতিথি কক্ষে বসবাস করার অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়। তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ বিধায় উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও স্বাক্ষীদের জবানবন্দি পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), পিটিআই, পঞ্চগড় {সাবেক ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), পিটিআই, ফেনী}-এর বিরুদ্ধে সরকারি কাজে অযাচিতভাবে ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে বাধাগ্রস্ত করতে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যতীত সরাসরি একাধিক আবেদন দাখিল ও মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সাক্ষাতকার প্রদানের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং সামগ্রিক পর্যালোচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), পিটিআই, পঞ্চগড় {সাবেক ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), পিটিআই, ফেনী}-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক "তিরস্কার (Censure)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৯ আষাঢ় ১৪৩১/২৩ জুন ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৭.১৯.৯৮২—চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার মামলা নং-২৯, তারিখঃ ২০-০৩-২০২৪ খ্রিঃ মামলাটির পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৭.১৯.৯৮৩—চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার মামলা নং-২৬, তারিখঃ ২৮-০৮-২০২২ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মফিজুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আদেশ

তারিখ : ২০ চৈত্র ১৪৩০/০৩ এপ্রিল ২০২৪

নং ০৩.১৩.০০০০.০৭৯.২৭.০০১.২৩.১৫৩—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর অধীক্ষক (বরখাস্তকৃত) জনাব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান এর আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি-৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক প্রদত্ত 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' দন্ড বহাল রাখা হলো।

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ চৈত্র, ১৪৩০ব:/০৯ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৪.১৭-৩৭**—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৯ ১ (খ) অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে জনাব আবু ছালেহ মুহাম্মদ ফেরদৌস খান, প্রকল্প পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। উক্ত ব্যাংক-এ পরিচালক হিসেবে যোগদানপূর্বক আবশ্যিকভাবে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা করা হলো।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৭.১৭-৩৮**—ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ এর ধারা ৭(১)(গ) অনুযায়ী ইনভেস্টমেন্ট কর্পোশেন অব বাংলাদেশ-এর বোর্ডে পরিচালক হিসেবে জনাব মোঃ খুরশীদ আলম (বর্তমানে ডেপুটি গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক)-এর পরিবর্তে জনাব ফোরকান হোসেনকে, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংককে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিরত থাকাকালীন [০৩(তিন) বছরের জন্য] নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

০২। উক্ত কর্পোরেশন-এ পরিচালক হিসেবে যোগদানপূর্বক আবশ্যিকভাবে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-৪০**—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ৯(১)(ঙ) অনুযায়ী জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর পরিচালনা বোর্ডে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন অধ্যাপক' ক্যাটাগরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হাসিনা শেখ, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে উক্ত কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে আরও ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

০২। উক্ত কর্পোরেশন-এ পরিচালক হিসেবে যোগদানপূর্বক আবশ্যিকভাবে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীনাক্ষী বর্মন
যুগ্মসচিব।

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি:

অর্থসচিব জনাব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোট ইস্যুকরণ।

নং **০৭.১৪২.০০৫.০০.০০.০০১০.১২-২৪**—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃত সম্বলিত ২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোটে অর্থসচিব জনাব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার এর স্বাক্ষর সংযোজনপূর্বক নূতন নোট মুদ্রণ করা হয়েছে যা ০২-০৪-২০২৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস হতে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিস থেকে ইস্যু করা হবে।

অর্থসচিব জনাব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার স্বাক্ষরিত ২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোটের রং, পরিমাপ, জলছাপ, ডিজাইন ও অন্যান্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য বর্তমানে প্রচলিত নেটের অনুরূপ থাকবে। নূতন মুদ্রিত নোটের পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত থাকা ২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কাগুজে নোট ধাতব মুদ্রা যুগপৎ চালু থাকবে।

এলিশ শরমিন
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
টেলিকম শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৪.০০.০০০০.০১০.১১.০০১.১৯-৪৫—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর কমিশনার (আইন) জনাব মোঃ আমিনুল হক (বাবু)-কে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ বৈশাখ ১৪৩১/১৮ এপিল ২০২৪

নং **৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০১.১৮.৪৫**—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সংঘবিধি 8.3 (ii) অনুচ্ছেদ-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি. অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের Governning Board-এ তাঁর নিয়োগের তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বৎসরের জন্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সীমা দত্ত
সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সওব্য-৫ শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ০৩ বৈশাখ ১৪৩১/১৬ এপ্রিল ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০২৭.১৮.৬৮**—লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আইসিটি সেলের পদসমূহে ০১(এক)টি সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং ০১(এক)টি প্রোগ্রামার পদসহ মোট ০২(দুই)টি পদ অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত প্রমিত পদবিন্যাসে মধ্যম ক্যাটাগরি হতে পরিবর্তনপূর্বক ক্যাটাগরি বহির্ভুত হিসেবে নির্ধারণ করা হলো।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ চৈত্র ১৪৩০/০৩ এপ্রিল ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০১১.২২-১৩৪—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন (পরিচিতি নম্বর: ১৬৭৫৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এবং বর্তমানে সচিব (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ চা বোর্ড চট্টগ্রাম গত ৫ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষমেলা ২০২২-এর প্রাক্কালে হীন ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল না হওয়ায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের যথাযথ ও আইনসম্মত কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং এর মাধ্যমে সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করেছেন এবং তিনি হাটহাজারী উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে নিজ পদবি গোপন করে নিজের ও স্ত্রী'র নামে বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২২-এর জন্য আবেদন করেছেন এবং উল্লিখিত পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে ঐ আবেদন জেলা ও বিভাগীয় কমিটির নিকট সুপারিশ করছেন যার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) সংঘটিত হয়েছে এবং বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী) ২০১৩ অনুযায়ী 'গ' শ্রেণিতে কেবল ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আবেদন করার যোগ্য এবং সে মোতাবেক উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সৃজিত ব্লক বাগানের জন্য হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ-এর নাম জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, পদক মূল্যবান উপ-কমিটি এবং জাতীয় কমিটি কর্তৃক যথাযথ প্রক্রিয়ায় 'গ' শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা সত্ত্বেও তিনি হীন ব্যক্তিস্বার্থে পুরস্কারের জন্য বিজয়ী নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন ; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ না হওয়ায় ও বদলিজনিত কারণে চূড়ান্ত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কার গ্রহণের সুযোগ না থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি মিথ্যা তথ্য এবং জাল কার্যবিবরণী সহকারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর গত ২৮ মে ২০২২ তারিখে পুরস্কারের আবেদন প্রত্যাহার করে পত্র দিয়েছেন এবং অনুরূপ মিথ্যা তথ্য ও জাল দলিল সরবরাহ করে একাধিক জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করানোর মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করেছেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করেছেন এবং তাঁর উল্লিখিত কার্যকলাপ তথা দায়িত্বশীল পদে থেকে স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এর নজির স্থাপন, ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ না হওয়ায় মিথ্যা তথ্য ও জাল দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করা এবং মন্ত্রণালয় ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেস্টা করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০১১.২২-৪৫০ নম্বর স্মারকমূলে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয় ; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন (পরিচিতি নম্বর: ১৬৭৫৭) লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ করলে ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় ও অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন (পরিচিতি নম্বর: ১৬৭৫৭-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; তবে তিনি বেশ কয়েকটি বাগান সৃজন করে জনস্বার্থের জন্য ইতিবাচক কাজ করেছেন বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হলেও তাঁকে সর্বনিম্ন দণ্ড 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয় ;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন (পরিচিতি নম্বর: ১৬৭৫৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এবং বর্তমানে সচিব (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ চা বোর্ড চট্টগ্রাম কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২১ মে ২০২৪ খ্রিঃ

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৪.২৪-৬৬**—যেহেতু ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার কুটি ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২৪ এর চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব ইউসুফ আহম্মেদ-কে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক 'অটোরিক্সা' প্রতীক বরাদ্দ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আবু নাছের মোঃ মানছুর হেল্লাজ (৩১৩০০০০১), সহকারী প্রোগ্রামার (উপাত্ত প্রশাসন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয় উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক 'অটোরিক্সা' এর পরিবর্তে ব্যালট পেপারে 'রিক্সা' প্রতীক মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করেন;

যেহেতু, তার এহেন কার্যের কারণে ভোটগ্রহণ সম্ভবপর না হওয়ায় মাননীয় নির্বাচন কমিশন উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন;

যেহেতু, তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাসহ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন;

যেহেতু, তাকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারার বিধান মোতাবেক আবু নাছের মোঃ মানছুর হেল্লাজ (৩১৩০০০০১), সহকারী প্রোগ্রামার (উপাত্ত প্রশাসন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা-কে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২০ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৪.৫৬.৩৯৫.২৩.১৪৭—জনাব চিন্ময় সরকার, সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা-কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২(২) এবং ৩০০(বি) অনুযায়ী তাঁর পূর্ব পদের চাকরিকালকে (অর্থাৎ ২৭-০২-২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-১২-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত) বর্তমান চাকরির সাথে মোট পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল গণনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকুরির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সংরক্ষণের আদেশ নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো :

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশন গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২০ মে ২০২৪

নং **১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪০.০২১.২৪-৩৪২**—যেহেতু, আপনি জনাব রাশেদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, রাঙ্গামাটি ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের ১ম ধাপের ০৮ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ২২নং রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ, রাঙ্গামাটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন;

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর আপনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য, চরম অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন;

যেহেতু, আপনার দায়িত্বহীনতার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আপনার সাথে যোগাযোগ করতে সচেষ্ট হলে তাঁদের সাথে আপনি চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ ও সর্বোচ্চ মাত্রার অসহযোগিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করেছেন:

যেহেতু, আপনি একজন সরকারি কর্মচারী হয়ে চরম অপেশাদারি আচরণ, পেশাগত অদক্ষতা ও অসদাচরণ প্রদর্শন করেছেন;

যেহেতু, সর্বোপরি আপনি অর্পিত নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু, তাঁর এহেন কার্যের কারণে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণসহ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সদয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন;

যেহেতু, তাকে জনস্বার্থে চাকরি হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান), আইন ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এর ধারা ৫(৩) মোতাবেক জনাব রাশেদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস রাঙ্গামাটি-কে চাকরি হতে ০২ (দুই) মাসের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২১ মে ২০২৪

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭.১১১—Bangladesh Bank Order, 1972এর Article 9(3)(d) এর বিধান অনুযায়ী জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭.১১২—Bangladesh Bank Order, 1972এর Article 9(3)(d) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ-কে Bangladesh Bank Order, 1972এর Article 12(1)(d) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২০ মে ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.৯৯.০০১.২৪-১১৬—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮-০৮-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৭. ১৮.১২০.১৩-২৬৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে ক্রমিক ৫ এ বেগম রুমানা ইয়াসমিন এর পরিচিতি নম্বর ১৬৯৭০ এর স্থলে পুনঃ সংশোধিত পরিচিতি নম্বর ১৬৯৭১ প্রতিস্থাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মর্তুজা আল-মুঈদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০/০৩ মার্চ ২০২৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০১.২৪.৩৪—The State Acquistion and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শীট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	মেলাপাঙ্গা	৩৩	১২৭৫	৩	ডোমার	নিলফামারী
০২	পশ্চিম দেবোত্তর	৭	১৩৭২	৫	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
০৩	উত্তর শ্রীপুর	১০৫	৩০০৭	৫	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.৮১—The State Acquistion and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শীট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	কায়স্থগ্রাম	৩২	৮২১	০১	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
০২	আলমখালী	১৫	১১১২	০৪	দোয়ারা বাজার	সুনামগঞ্জ
০৩	রঘুরামপুর	১৬	২১৬	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
০৪	হলহাদিয়া দেউন্দি	২৮	৫০৪	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
০৫	আমিরপুর	৬৬	২৫৫	০১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
০৬	বাগীয়ারগাঁও	১৬০	৭৫৬	০২	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
০৭	উছমানপুর	১৬৪	৯৩৪	০৪	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
০৮	কর্ম্মদা	৭০	৪৪৭৩	০৫	কুলাউড়া	মৌলভী বাজার
০৯	পৃথিমপাশা	৮৬	১৯৮৫	০৩	কুলাউড়া	মৌলভী বাজার

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ /২৭ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৯.২৪.৮৩—The State Acquistion and Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ হরা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শীট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	বানদিঘি	৭২	২৭৬১	২	বগুড়া সদর	বগুড়া
০২	শেরকোল	১৫৮	১৮০১	২	বগুড়া সদর	বগুড়া
০৩	পারটেকুর	১৮০	১৬৫১	২	বগুড়া সদর	বগুড়া
০৪	সাবরুল	১৮৫	২০৯৯	২	বগুড়া সদর	বগুড়া
০৫	দ্বারিকাপাড়া	১০৮	৬৮৮	৩	শেরপুর	বগুড়া
০৬	বাগড়া	১১১	১৪২৬	২	শেরপুর	বগুড়া
০৭	চৌবাড়িয়া	১৪৭	১০৫৪	২	শেরপুর	বগুড়া
০৮	ভাট্‌ড়া	১৫৫	৮৮৫	১	শেরপুর	বগুড়া
০৯	খোর্দ্দ বলালী	৫১	১০২২	২	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
১০	খামার বলালী	৫২	১৬৭৯	৩	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
১১	পারতিতপলল	৫৯	১৫৩৬	২	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
১২	হিন্দুকান্দি	৬০	৬১৫	১	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
১৩	ধাপ	৬১	৪২৬	৩	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
১৪	সারিয়াকান্দি	৬৬	৮২৩	৯	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
১৫	বারুইপাড়া	৬৭	৮৫১	১	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
১৬	ভেলাবাড়ী	৮৪	৯৪২	২	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
১৭	কালাই	০১	৪১১৪	৪	কাহালু	বগুড়া

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শীট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১৮	শিলকোঙর	৪৮	১১৪৩	২	কাহালু	বগুড়া
১৯	শীতলাই	৮৩	৭৬৫	১	কাহালু	বগুড়া
২০	ইসবপুর	৮৭	১০৬২	২	কাহালু	বগুড়া
২১	আগরসাল	৯৫	৬১২	১	কাহালু	বগুড়া
২২	ধানপূজা	১১১	৬২১	১	কাহালু	বগুড়া
২৩	পানাই	১২৩	৮৪৪	১	কাহালু	বগুড়া
২৪	ভালসন	১৪৮	১৭৩৬	৩	কাহালু	বগুড়া
২৫	সারিয়াকান্দী	২৭	১২৯৯	২	ধুনট	বগুড়া
২৬	নাটাবাড়ী	৩২	১৭৩২	৩	ধুনট	বগুড়া
২৭	খাদুলী	৬৭	১৭৪৫	২	ধুনট	বগুড়া
২৮	গুজিয়াবাড়ী	৮২	১৫৭১	২	ধুনট	বগুড়া
২৯	নেপালতলী	৭০	১৯৩৪	২	গাবতলী	বগুড়া
৩০	নওপাড়া	৩৮	২৮৩	২	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ২৫ বৈশাখ ১৪৩১/০৮ মে ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০০১.২৪.৬৮—The Notaries Ordinance, 1961-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন রাজু, পিতা-মোহাম্মদ হোছাইন, মাতা-সুফিয়া খাতুন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল।

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/১৫ মে ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১২৮.১৫.০০১.২০-২৪৫—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, খুলনা, রংপুর, বরিশাল, সিলেট, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, চট্টগ্রাম কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এবং ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারক কর্তৃক বদলিকৃত মামলাসমূহ বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act No. XXVIII of 1951)-এর section 145A-এর sub-section (3C) অনুযায়ী স্ব স্ব জেলার সিনিয়র সহকারী জজ/সহকারী জজ-কে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং একই আইনের section 145B-এর sub-section (3C) অনুযায়ী স্ব স্ব জেলার অতিরিক্ত জেলা জজ-কে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত এ বিভাগ কর্তৃক গত ০১-১১-২০২৩খ্রিঃ তারিখে নম্বর ১০.০০.০০০০.১২৮. ১৫.০০১.২০-৪৭৮ স্মারকমূলে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ ০৩ (তিন) মাসের জন্য বর্ধিত করা হলো।

২। এ আদেশ ১ মে ২০২৪ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ওসমান হায়দার
উপসচিব (প্রশাসন-১)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ বৈশাখ ১৪৩১/১২ মে ২০২৪

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৮.২৩-১৩২—যেহেতু, বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাময়িক বরখাস্তকৃত) প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ, ২০২৩ সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গত ৩০-১২-২০২২ তারিখে সৃজিত WhatsApp Group এ ০৩ ও ০৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে তিনি এবং একই ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ আনিসুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে অশোভন, অসৌজন্যমূলক ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত বার্তার আদান প্রদান করেন। ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার, মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এবং ডাঃ মলয় কুমার

শূর, পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা ও সভাপতি তদন্ত কমিটি পত্র মারফত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন যে, ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম তদন্ত কমিটির কাজে বাধা প্রদান, অশোভন আচরণ, তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বিনষ্টকরণসহ তদন্ত কমিটিকে হুমকি প্রদান করেছেন। তিনি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য গত ০৩ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ অপরাহ্ণ ২.০০ ঘটিকায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৫১০-৫১২) উপস্থিত হয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সম্মুখে ডাঃ মলয় কুমার শূর, পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর সাথে উশৃঙ্খল আচরণ ও জীবননাশের হুমকি প্রদান করেছেন মর্মে ডাঃ মলয় কুমার শূর লিখিত অভিযোগ করেছেন বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ০৮-১০-২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৮.২৩-২৬৭নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ৩০-০১-২০২৪খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৪-০৪-২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং ৯৪৯) এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

৪। সেহেতু, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং অপরাধের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড-৫ : ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকা স্কেলে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬৯,৮৫০ (ঊনসত্তর হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নতর এক ধাপে ৬৬৮৪০ (ছিষট্টি হাজার আটশত চল্লিশ) টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক ' লঘুদণ্ড' প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে ৬৬,৮৪০/- (ছিষট্টি হাজার আটশত চল্লিশ) টাকা হতে বেতন প্রাপ্য হবেন। এ দণ্ডাদেশের অবনমিতকাল অর্থাৎ দণ্ড বলবৎ থাকার সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। তিনি কোনো ধরনের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

৫। উল্লেখ্য, তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালকে 'অসাধারণ ছুটি' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সাময়িক বরখাস্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খোরপোষ ভাতা ফেরত প্রদান করতে হবে না। একই সঙ্গে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/১৬ মে ২০২৪

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০১০.২৩-১৪১—যেহেতু, বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা গত ১২-১০-২০২৩ খ্রিঃ দুপুর ১.০০ ঘটিকায় অনুমতি ব্যতীত বহিরাগত একজন ব্যক্তি নিয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এর কক্ষে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কর্তৃক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শনকালে তিনি মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)-কে পরিচালক (প্রশাসন) ও উপপরিচালক (প্রশাসন) এর সাথে জরুরি কথা আছে মর্মে পরিচালক (প্রশাসন) এর কক্ষে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর কথা শুনার জন্য পরিচালক প্রশাসনের কক্ষে প্রবেশ করলে তিনি তাঁর দাখিলকৃত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) তাঁর আবেদনটি ঊর্ধ্বগামী করার বিষয়টি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয় বলে জানালে তাঁর আলাদা কর্তৃপক্ষ রয়েছে এবং বিষয়টি তাঁদের জানাতে হবে বলে চেঁচামেচি করেন। তাঁকে পরিচালক (প্রশাসন) ও উপপরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক বার বার নিবৃত করার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তা অব্যাহত রেখে মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এর দিকে তেড়ে এসে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন এবং মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কক্ষ ত্যাগ করতে চাইলে পথরোধ করে দাঁড়ান। তিনি অব্যাহতভাবে চিৎকার করতে থাকেন এবং মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)-কে প্রাণনাশের হুমকি দেন। উক্ত সময়ে পরিচালক (প্রশাসন) তাঁকে সীমালঙ্ঘন না করার জন্য বললেও তিনি তা কর্ণপাত না করে মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)-কে ধাক্কা দেন এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন মর্মে ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার, মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা পত্র মারফত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছেন বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০১০.২৩-৩২৭ নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ৩০-০১-২০২৪খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৪-০৪-২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং ৯৪৯) এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

৪। সেহেতু, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং অপরাধের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)

বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড-৫ : ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকা স্কেলে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬৬,৮৪০/- (ছিষট্টি হাজার আটশত চল্লিশ) টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নতর একধাপে' ৬৩,৯৬০/- (তেষট্টি হাজার নয়শত ষাট) টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক ' লঘুদণ্ড' প্রদান করা হলো। দন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে ৬৩,৯৬০/- (তেষট্টি হাজার নয়শত ষাট) টাকা হতে বেতন প্রাপ্য হবেন। এ দণ্ডাদেশের অবনমিতকাল অর্থাৎ দণ্ড বলবৎ থাকার সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। তিনি কোনো ধরনের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

৫। তবে শর্ত থাকে যে, ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৭/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলার দণ্ডের মেয়াদ শেষ হবার পর থেকে এই দণ্ড কার্যকর হবে।

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০১.২৪-১৪২—যেহেতু, বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল আজীজ (গ্রেডেশন নং-১৬২০), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী এর নিকট গত ০২-০৫-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ শামীম হোসেন (বাবু), পিতা-জনাব মোঃ আলম হোসেন, গ্রাম-উত্তর দুরাকুটি, ইউপি-বাহাগিলী, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী কতিপয় তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১১-০৬-২০২৩ তারিখে ডাঃ মোঃ মোনাক্কা আলী, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), নীলফামারী বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে গত ১৯-০৭-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। সে মোতাবেক গত ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনা করে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। গত ১৯-১০-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানি গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারি করা হয়। শুনানির ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। উক্ত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি ডাকযোগে পেয়েছিলেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা ছিল না এবং আবেদনকারী পরবর্তীতে যোগাযোগ না করায় তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। বর্তমানে যাচিত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। অভিযোগকারী যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেননি। তৎপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে তথ্য প্রদান না করে তথ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করায় তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৩) ধারামতে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ১৮-০১-২০২৪ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০১.২৪-২৪নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ১৩-১০-২০২৪খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন; এবং

৪। সেহেতু, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং অপরাধের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জনাব মোঃ নুরুল আজীজ (গ্রেডেশন নং-১৬২০)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাং সেলিম উদ্দিন
সচিব।

মৎস-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/১৬ মে ২০২৪

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.২৭.০০৯.২৩-৩৩০—যেহেতু, জনাব মো: আশরাফ উদ্দিন, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ প্রাক্তন খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, টঙ্গী গাজীপুর-এ থাকাকালীন জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, ২০২৩ উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনস্থ পুকুরে মাছের পোনা সরবরাহে অব্যবস্থাপনা, প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত পরিমাণ পোনামাছ সরবরাহ না করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ৩১-১২-২০২৩ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কৈফিয়াত তলব করা হয়; এবং

২। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪-০৪-২০২৪খ্রিঃ তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, ২০২৩ উৎযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনস্থ পুকুরে ২৭-০৭-২০২৩ তারিখ ৪০০ কেজির স্থলে ২২৮ কেজি পোনমাছ সরবরাহ করেছেন। তিনি নির্ধারিত পরিমাণ পোনামাছ সরবরাহ না করে সরকারি দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি

অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

৪। সেহেতু, জনাব মো: আশরাফ উদ্দিন, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ প্রাক্তন খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, টঙ্গী, গাজীপুর এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত জবাব, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, তথ্য প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা-ক্রমে এবং অপরাধের গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার পরবর্তী ০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ স্থগিত বেতন বৃদ্ধির টাকা বকেয়া হিসেবে দাবি করতে বা উত্তোলন করতে পারবেন না।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.২৭.০০৩.২৩-৩৩১—যেহেতু, জনাব শায়লা শারমিন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর ও প্রাক্তন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমিল্লা আদর্শ সদর, কুমিল্লায় কর্মকালীন তার দপ্তরের জন্য ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট এবং মটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় বিল উত্তোলন করেছেন কিন্তু বাস্তবে মোটর সাইকেলটি সচল ছিলনা যা মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক পরিদর্শনে দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'দুর্নীতি (Corruption)' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

২। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৪-০৪-২০২৪খ্রিঃ তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা, নিজ দপ্তরে পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারা, সরকারি বিধি বিধান সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা এবং অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল ভ্রান্তি না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন।

৪। সেহেতু, জনাব শায়লা শারমিন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর ও প্রাক্তন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমিল্লা আদর্শ সদর, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানোর জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং সর্বোপরি একজন নবীন কর্মকর্তা বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'দুর্নীতি (Corruption)' এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ৩০ বৈশাখ ১৪৩১/১৩ মে ২০২৪ খ্রিঃ

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.২৭.০০৬.২৩-৩০৫—যেহেতু, জনাব অলিউর রহমান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর, সিলেট, সাবেক সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর কর্মকালীন পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম, ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (১ম সংশোধিত), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা কর্তৃক জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর অংশের এআইএফ-২ কার্যক্রম এর আওতায় দক্ষিণ সোনাখালী সিআইজি মৎস্য চাষী সমবায় সমিতি লিঃ, আমড়াগাছিয়া, মঠবাড়িয়া পিরোজপুর এর অনুকূলে 'পিকআপ ভ্যান ক্রয় ও পরিচালনার' উপপ্রস্তাবটি মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সিআইজি কর্তৃক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মালামাল ক্রয় করার মিথ্যা প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ, অর্থ ব্যয় না করেও বিল ভাউচার দাখিল, ব্যাংক হিসাব হতে বরাদ্দকৃত টাকা নিজ নামে উত্তোলন করে নিজ হেফাজতে রাখা এবং অব্যয়িত ৩,৮৫,০০০ (তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা ফেরৎ প্রদান না করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'দুর্নীতি (Corruption)' এর দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

২। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯-১২-২০২৩খ্রিঃ তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শেখ কামরুল হাসান কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ৩১-০৩-২০২৪ তারিখের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব অলিউর রহমান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

৪। সেহেতু, জনাব অলিউর রহমান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর, সিলেট, সাবেক সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে অপরাধের গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আদেশ জারির তারিখ হতে তার বেতন ০২ (দুই) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর দুই ধাপ' অবনমিতকরণ অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ

গ্রেডে ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা স্কেলে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৩৯,১৫০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নতর দুই ধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকার স্কেলে ৩৫,৫০০ টাকা হতে বেতন প্রাপ্য হবেন। এ দণ্ডাদেশের অবনমিতকাল অর্থাৎ দণ্ড বলবৎ থাকার সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। তিনি ভবিষ্যতে এ দণ্ডাদেশের অবনমিতকাল অর্থাৎ দণ্ড বলবৎ থাকার সময় বেতন বৃদ্ধির টাকা বকেয়া হিসেবে দাবী করতে বা উত্তোলন করতে পারবেন না।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাং সেলিম উদ্দিন
সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২১ মে ২০২৪

নং ৩০.০০.০০০০.০১০.১৯.০০১.২৩-৩৪৮—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত জনাব নূর্সিয়া কমল (৬৬৯৯) যুগ্মসচিব (পর্যটন), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এবং বাংলাদেশ ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইড এর আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩০.০০.০০০০.০১০.১৯.০০১.২৩-৩৪৯—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত জনাব মহিবুল ইসলাম, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-কে বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১ এর ৩ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এবং বাংলাদেশ ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইড এর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৫ বৈশাখ ১৪৩১/২৮ এপ্রিল ২০২৪

নং **০৩.০৭.০০০০.০২৩.১৪.২৩৭.২০২৪-১৬৬৯**—নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন বাগহাটা, খাটেহারা, সাটিরপাড়া মৌজায় ৩৬.৩৮০৮ একর জমির উপর বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল "আমানত শাহ্ স্পেশাল ইকোনমিক জোন" স্থাপনের নিমিত্ত প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আমানত শাহ্ গ্রুপ কর্তৃক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের ৩৬.৩৮০৮ একর জমির মধ্যে ৩৪.০৮০৮ একর জমির মালিকানা আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লিঃ, আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লিঃ ইউনিট-২, আমানত শাহ ফেব্রিক্স লিঃ, আলহাজ্ব মোঃ হেলাল মিয়া, মোঃ রেজাউল করিম, হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লিঃ ও স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিট প্রাইভেট লিঃ এর এবং অবশিষ্ট ২.৩০ একর জমি রেলওয়ের কাছ থেকে লিজ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫(২) মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত জমি উক্ত বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত হলে তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোনো ব্যক্তি অথবা, কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ থাকলে বা প্রস্তাবিত জমির মালিকানা বা অন্য কোনো বিষয়ে আপত্তি থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিনিয়োগ ভবন (লেভেল-৭, ৮ ও ৯), ই-৬/বি আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন/সম্প্রসারণের জন্য অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্প কারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও **এফ্লুয়েন্ট** ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য

নাম-আমানত শাহ স্পেশাল ইকনমিক জোন

জেলা-নরসিংদী , উপজেলা-নরসিংদী সদর, মৌজা-বাগহাটা, জেএল নম্বর-৫৪

ক্রমিক নং	নামজারী খতিয়ান	মালিকের নাম	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমি (একরে)	নামজারীকৃত জমি (একরে)	প্রস্তাবিত জমি (একরে)	শ্রেণি	মন্তব্য
১	৯১০০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪০৮	.৭৮	.৫২	.৭৮	নাল	
	১০৯৩২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২			.২৬			

ক্রমিক নং	নামজারী খতিয়ান	মালিকের নাম	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমি (একরে)	নামজারীকৃত জমি (একরে)	প্রস্তাবিত জমি (একরে)	শ্রেণি	মন্তব্য
২	৭৪০৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪০৯	.২২	.১৯	.২২	নাল	
৩	৭৪০৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪১০	.২৬	.২২	.২৬	খামা	
৪	৯০৯৯	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:	১৪১১	.৩৪	.৩৪	.৩৪	খামা	
৫	১০৯২৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪১২	.১৬	.১৬	.১৬	খামা	
৬	১০৯২৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪১৩	.১৬	.১৬	.১৬	খামা	
৭	১১০৬৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪১৪	.২৪	.২৪	.২৪	খামা	
৮	৪৮১৩	আলহাজ্ব মো: হেলাল মিয়া	১৪১৫	.২৩	.২৩	.২৩	খামা	
৯	৪৮১৩	আলহাজ্ব মো: হেলাল মিয়া	১৪১৬	.২০	.২০	.২০	খামা	
১০	৮৪৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪১৭	২.৩৭	.১৭	২.৩৭	নাল	
	১০৯২৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২			.০৫		নাল	
	৯১০১	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:			.১৫		নাল	
	৪৮১৩	আলহাজ্ব মো: হেলাল মিয়া			.৫৭		নাল	
	১০৪(মূল)	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২			.২০৫০		নাল	দলিল নং ১০১২৮/২২
১১	১১০২৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৩৪	.৬২	.২০৫০	.৬২	খামা	
১২	১১০২৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৩৫	.১৫	.১৫	.১৫	খামা	
১৩	৮৪৪৩	”	১৪৩৬/১৫৪০	.২৩	.২৩	.২৩	খামা	
১৪	১১০৪৫	মো: রেজাউল করিম	১৪৩৮	.২১	.২১	.২১	খামা	
১৫	১০৯৩২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৩৯	.৪২	.১৭১৩	.৪২	খামা	
	১১০৪৬	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:			.২৪৮৭		খামা	
১৬	১১০৪৬	,,	১৪৪০	.২৮	.১৭৮৪	.২৮	খামা	
১৭	১১০৪৬	,,	১৪৪১	.২০	.২০	.২০	খামা	
১৮	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৪২	.৪১	.২৩	.৪১	খামা	
১৯	১১০২৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৪৩	.৪৬	.২৩	.৪৬	নাল	
	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.২৩		খামা	
২০	১১০২৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৪৪	.১৮	.১৮	.১৮	খামা	
২১	১১০২৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৪৫	.১৮	.১৮	.১৮	খামা	
২২	১৫৯৪ (মূল)	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৪৬	.১৮	.১৮	.১৮	খামা	দলিল নং ৫০৯১ /২২
২৩	১০৯২৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৪৭	.৭৪	.৪৬	.৭৪	খামা	
	৯১০১	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:			.২৫		খামা	
২৪	১১০২৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৪৮	.৩৯	.২৬	.৩৯	খামা	

ক্রমিক নং	নামজারী খতিয়ান	মালিকের নাম	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমি (একরে)	নামজারীকৃত জমি (একরে)	প্রস্তাবিত জমি (একরে)	শ্রেণি	মন্তব্য
২৫	১০৯৩২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৫১	.৪২	.২২	.৪২	খামা	
২৬	১১০৬৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৫৩	.৭৮	.৭৮	.৭৮	খামা	
২৭	১০৯৩২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৫৪	.৪৫	.১৭	.৪৫	খামা	
২৮	১০৯৩০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৫৫		.০৫৫০		খামা	
	১০৯৩২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২		.৭১	.১৪৪৫	.৭১	খামা	
	১১০৪৬	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:			.১৭০৫		খামা	
২৯	১০৪৮১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৫৬	.৩৭	.৩৭	.৩৭	খামা	
৩০	১০৯৩০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৫৭	.৩৭	.৩৭	.৩৭	খামা	
৩১	১০৪৮২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৫৮	১.৪৮	.১৫৫০	১.৪৮	খামা	
	১০৯৩১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২			.৩৪		খামা	
	৯০৯৯	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:			.১৭৫০		খামা	
৩২	৯১০০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৫৯	১.১৭	.৩৫		খামা	
	১০৪৮২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.৪২	১.১৭	খামা	
	১০৯২৯	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৮৪২		খামা	
৩৩	১১০২৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬০	.০৮	.০৮	.০৮	খামা	
৩৪	৯৭৫২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১৭		খামা	
	১১০২৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬১	.২৭	.০১২৫	.২৭	খামা	
	১০৯৩০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৮৭৫		খামা	
৩৫	১১০২৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬২	.১৭	.০৮৫০	.১৭	খামা	
	১১০৬৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.৮৫০			
৩৬	১০৯২৯	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬৩	.১৬৭৫	.০৮৫০	.১৬৭৫	খামা	
	১০৯২৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২			.০৮২৫		নাল	
৩৭	৭৬৬২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬৪	.৩৪	.০৭৬৫	.৩৫	খামা	
	৯৭৫২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১২		খামা	
	৯১০০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৬৫০		খামা	
	১০৯৩৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৩৩৫		নাল	
	৯০৯৮	স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিট প্রাইভেট লি:			.০৫৫০		নাল	
৩৮	৯১০১	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:	১৪৬৫	.১৯	.১৮	.১৮	খামা	
৩৯	৯০৯৮	স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিট প্রাইভেট লি:	১৪৬৬	.১৮	.০৯	.১৮	খামা	
	১১০৬৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৯		খামা	
৪০	৯০৯৯	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:	১৪৬৭	.১৮	.০৪৫০	.১৮	খামা	
	৯০৯৮				.১৩৫০		খামা	
৪১	৭৬৬২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬৮	.২৪	.০৯৮৫	.২৩	খামা	
	৯১০০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১৩১৫		খামা	
৪২	৭৮০৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.৬৩		খামা	
	৯১০০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১০		খামা	

ক্রমিক নং	নামজারী খতিয়ান	মালিকের নাম	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমি (একরে)	নামজারীকৃত জমি (একরে)	প্রস্তাবিত জমি (একরে)	শ্রেণি	মন্তব্য
	১০৯২৯	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬৯	১.৯০	.২২		খামা	
	১১০২৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.৫৩	১.৯০	খামা	
	৯০৯৯	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:			.০৭		খামা	
	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১৫		খামা	
	১১০৬৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.২০		খামা	
	৯১০০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			০.২৫০		খামা	
	৮৪৪৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১০		খামা	
৪৩	১০৪৮২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৭১	.৩০	.০৭৫০	.৩০	খামা	
	১১০৬৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৭৫০		খামা	
৪৪	১০৪৮২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৭৪	.৩০	.২৮৬৩	.৩০	খামা	
৪৫	৯৭৫২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৭৫	.২৭	.২৭	.২৭	খামা	
৪৬	৭৮০৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৭৬	.৬১২৫	.৫১২৫	.৬১২৫	খামা	
৪৭	৯৭৫২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১০		নাল	
	৭৬৬৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১২০৭		খামা	
	৯৭৫২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৭৭	.২০	.০৫	.২০	খামা	
	৮৪৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০২৯৩		খামা	
	৭৬৬৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১১৭০		খামা	
	৮৪৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০২৮০		খামা	
৪৮	১০৯৩১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৭৮	.২৯	.০৬৫০	.২৯	খামা	
	৯০৯৮	স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিট প্রাইভেট লি:			.০৮		খামা	
	৯৭৫২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৭৯	.২৮	.১৫	.২৮	খামা	
৪৯	১০৯৩০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১৩		খামা	
৫০	১০৯২৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৮০	.২৩	.০৭	.২৩	খামা	
	১১০৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১১		খামা	
৫১	১০৯২৮	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২	১৪৮১	.২৩	.০৭	.২৩	খামা	
	১১০৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১১		খামা	
৫২	৯১০১	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:	১৪৮২	.২৪	.১২	.২৪	খামা	
	১১০৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১১৭৫		খামা	
	৯১০১	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:	১৪৮৩	.১১	.০৮	.১১	খামা	
৫৩	৯৯২০	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:			.০৩		খামা	
	৮৪৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৮৪	.১২	.০৭৭৫	.১২	খামা	
৫৪	১০৯২৯	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০১৬৫		খামা	
	৯৭৫২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৮৫	.২৬	.০৩		খামা	
৫৫	৮৪৪৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৩	.২৬	খামা	
	৯১০১	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:			.২০		খামা	
৫৬	৯৭৫২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৮৬	.২৬	.২৪	.২৬	খামা	
	৮৪৪৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০২		খামা	
৫৭	১১০৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৮৭	.২৫	.২৫	.২৫	খামা	

ক্রমিক নং	নামজারী খতিয়ান	মালিকের নাম	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমি (একরে)	নামজারীকৃত জমি (একরে)	প্রস্তাবিত জমি (একরে)	শ্রেণি	মন্তব্য
৫৮	৯০৯৮	স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিট প্রাইভেট লি:	১৪৮৮	.৪২	.০৭	.৪২	খামা	
	১১০৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১৪		খামা	
	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০১৮১		খামা	
৫৯	৯১০১	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:	১৪৮৯	.১৬	.১৬	.১৬	খামা	
৬০	১১০২৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৯০	.১৬	.১৩৩৪	.১৬	খামা	
	১০৯৩০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০২৬৬		খামা	
৬১	১০৪৮২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৯১	.১৭	.০৮	.১৬	খামা	
	১০৯৩০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৮		খামা	
৬২	১১০৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৯৪	.২৫	.২৫	.২৫	খামা	
৬৩	৮৪৪৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৯৫	.৪৯	.০৮	.৪৯	খামা	
	১১০২৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১৬৩৩		খামা	
৬৪	৮৪৪৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৯৬	.২৬	.২৬	.২৬	খামা	
৬৫	৮৪৪৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৯৭	.১০	.০২	.১০	খামা	
	১০৯২৯	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৮		খামা	
৬৬	১১০২৪	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৯৮	.১৮	.০৯	.১৮	খামা	
	১০৯৩০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৯		খামা	
৬৭	৯০৯৮	স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিট প্রাইভেট লি:	১৪৯৯	.১০	.১০	.১০	খামা	
৬৮	১১০৪৫	মো: রেজাউল করিম	১৫০৮	.৩২	.১০	.৩২	খামা	
	১০৪৮২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১৩		খামা	
	১০৯৩১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: ইউনিট-২			.১৩		খামা	
	৯০৯৯	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:			.১৩	.৭৯	খামা	
৬৯	৯৯২০	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:	১৫১৫	.৭৯	.১৩৫০		খামা	
	৯০৯৮	স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিট প্রাইভেট লি:			.১৩৫০		খামা	
	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৩৩৫		খামা	
৭০	৮৪৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৫১৭	.১১	.১১	.১১	খামা	
৭১	১০৪৮১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৫১৮	.৩২	.৩২	.৩২	খামা	
৭২	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৫১৯	.১০	.১০	.১০	খামা	
৭৩	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৫২০	.১৮	.১৮	.১৮	খামা	
	১০৯৩০	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.০৯		খামা	
৭৪	১১০৪২	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৫২১	.৭৪	.৪৪	.৭৪	খামা	
	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১৬		খামা	
	৮৭৩১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.৩৮		খামা	
৭৫	১০৪৮১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৫২২	১.০৬	.২৮২৫	১.০৬	খামা	
	৯০৯৯	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:			.২৬৫০		খামা	
৭৬	১১০৪৬	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:	১৫২৩	.৫৭	.৩৪৮০	.৫৭	খামা	
৭৭	১০৯৩৩	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:	১৫২৪	.৩৯	.২৯	.৩৯	খামা	
	১০৪৮২	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:	১৫২৫	.১৮	.১৬	.১৮		

ক্রমিক নং	নামজারী খতিয়ান	মালিকের নাম	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমি (একরে)	নামজারীকৃত জমি (একরে)	প্রস্তাবিত জমি (একরে)	শ্রেণি	মন্তব্য
৭৮	১০৯২৯	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:			.০২		খামা	
	১১০২৪	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:	১৫২৬	.৪৬	.১৫৫০	.৪৬	খামা	
৭৯	১১০৪৬	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:			.০৭৭৫		খামা	
	৯১০০	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:	১৫২৭	১.১৮	.২০	১.১৮	খামা	
৮০	১০৪৮১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.১০		খামা	
	১০৯৩৩	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:			.৩৮		খামা	
	৯০৯৮	স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিট প্রাইভেট লি:			.৫০		খামা	
	১০৪৮১	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৫২৮	.৯৮	.৪৪	.৯৮০০	খামা	
৮১	১১০৪৪	আলহাজ্ব মো: হেলাল মিয়া			.২০		খামা	
৮২	১১০৪৭	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৫২৯	.৪৩	.১৩৭৫	.৪৩	খামা	
			মোট	**৩৩.১৪০০**	**২৬.৯৫০৮**	**৩৩.১১০০**		
		লীজকৃত জমি	১৪০৭	২.০৪		২.০৪		রেলওয়ে বিভাগ হতে
		লীজকৃত জমিসহ	সর্বমোট	৩৫.১৮০০		৩৫.১৫০০		

জেলা-নরসিংদী, উপজেলা-নরসিংদী সদর, মৌজা-খাটেহারা, জেএল নম্বর-৫৩

ক্রমিক নং	নামজারী খতিয়ান	মালিকের নাম	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমি (একরে)	নামজারীকৃত জমি (একরে)	প্রস্তাবিত জমি (একরে)	শ্রেণি	মন্তব্য
১	৭২৪	আলহাজ্ব মো: হেলাল মিয়া	৬৬৬	.০১	.০১	.০১	নাল	
২	১২২১	আমানত শাহ ফেব্রিক্স লি:	৬৬৭	.১৬	.১৬	.১৬	খামা	
		লীজকৃত জমি	৬৬৫	০.২৬	০.২৬	০.২৬		রেলওয়ে বিভাগ হতে
		লীজকৃত জমিসহ	সর্বমোট	০.১৭	০.৪৩	০.৪৩		

জেলা-নরসিংদী, উপজেলা-নরসিংদী সদর, মৌজা-সাটিরপাড়া, জেএল নম্বর-৪৮

ক্রমিক নং	মূল খতিয়ান	মালিকের নাম	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমি	ক্রয়কৃত জমি	নামজারীকৃত জমি (একরে)	প্রস্তাবিত জমি (একরে)	শ্রেণি	মন্তব্য
১	১১৫৭ (মূল)	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬০১	.৩৬৭৫	.১৬৫০	চলমান	.১৬৫০	নাল	
২	৩৫৩ (মূল)	আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি:	১৪৬০৩	.৪৫০৫	.৪২০০	চলমান	.৪২০০	নাল	
৩	৫৭৭ (মূল)	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:	১৪৬৩২	.২৭৩২	.০৫৫০	চলমান	.০৫৫০	নাল	
৪	৪০৭ (মূল)	হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস লি:	১৪৬১৯	.২৭১৯	.১৬০৮	চলমান	.১৬০৮	নাল	
			মোট	১.৩৬৩১	০.৮০০৮		০.৮০০৮		

মোট জমি : বাগহাটা মৌজা-৩৩.১৪০০+খাটেহারা মৌজা-০.১৭ + সাটিরপাড়া মৌজা-১.৩৬৩১+লীজকৃত-২.৩০=৩৬.৯৭৩১ একর।

প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ : বাগহাটা মৌজায়-৩৩.১১০০+খাটেহারা মৌজায়-০.১৭+সাটিরপাড়া মৌজায় ক্রয়কৃত ০.৮০০৮+বাগহাটা মৌজায় লীজকৃত-২.০৪+খাটেহারা মৌজায় লীজকৃত-০.২৬=৩৬.৩৮০৮ একর।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
এপিডি অনুবিভাগ

তারিখ: ৯ চৈত্র ১৪৩০/২০ মার্চ ২০২৪

প্রজ্ঞাপন

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৮.০১১.২২.২৭৭—যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব) জনাব বীর আমির হামজা (পরিচিতি নং-১৭৮৮১) (প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নাটোর পৌরসভা, নাটোর) এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এ নারী ও শিশু মামলা নং ২০৫/২০২১ দায়ের করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব বীর আমীর হামজা (পরিচিতি নং-১৭৮৮১) এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এ দায়েরকৃত নারী ও শিশু মামলা নং ২০৫/২০২১ এ বর্ণিত অভিযোগ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক আমলে গ্রহণ করা হয়;

৩। যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮.০৮.২০২২ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৮.০১১.২২.৪৮০ এর মাধ্যমে জনাব বীর আমীর হামজা (পরিচিতি নং-১৭৮৮১)- কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

৪। যেহেতু, জনাব বীর আমীর হামজা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এ নারী ও শিশু মামলা নং ২০৫/২০২১ এর বিচার শেষে তাকে খালাস প্রদান করা হয় ;

৫। সেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯ (৩) অনুযায়ী জনাব বীর আমীর হামজা (পরিচিতি নং-১৭৮৮১) এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে সরকারি চাকরিতে পুর্নবহাল করা হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি-৭২ (এ) অনুযায়ী তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হলো এবং তিনি সাময়িক বরখাস্তকালের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ৩০ জানুয়ারি ২০২৪/১৬ মাঘ ১৪৩০

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০২.২৩-২১**—The Christian Marrige Act, 1872 এর Section-7 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আপনাকে জনাব পাষ্টর আইজ্যাক দিপ্তী হালদার জন্ম তারিখ: ১৫-১১-১৯৮০ খ্রি. পিতা-সুনীল কুমার হালদার, মাতা-কমলিনী হালদার, গ্রাম-নারিকেলবাড়ী, ডাকঘর-নারিকেলবাড়ী, থানা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ, পূর্ব রামশীল ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর অধীন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করলো।

২। এর আইন ও এর অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হবে।

৩। সরকার কর্তৃক বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ খায়রুল হাসান
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা -১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০/ ১০ মার্চ ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১০.২৩-৩৯**—জনাব মুহম্মদ জাহাঙ্গীর মল্লিক (বিপি-৭৩০৫১২১৫৪২) পুলিশ সুপার, আরআর এফ, রাজশাহী ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, বরগুনা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ১১-০৯-২০২১ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ক্রাইম কনফারেন্স উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকায় অবস্থানকালে বরগুনা জেলার প্রতারক চক্রের নেতা ও চিহ্নিত অপরাধী জনাব মোঃ মিলন ওরফে নাকিব উদ্দীন আমিন- এর সাথে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা কররেন। পরবর্তীতে প্রতারক চক্রের নেতা ও চিহ্নিত অপরাধী জনাব মোঃ মিলন ওরফে নাকিব উদ্দিন আমিন তার নিজের ফেসবুক (Facebook) আইডির (https://www.facebook. com/mdmilon.omix. 3 ও https:// www.facebook.com/ aminmilon. afsana) মাধ্যমে তার সাথে তোলা বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি আপলোড করে ফেসবুক স্ট্যাটাস দেন। উক্ত ছবিতে বিভিন্ন মামলার এজাহারভূক্ত আসামী জনাব মোঃ হারুন ও জনাব মোঃ শাহীন খানকেও তার সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে দেখা যায়। তার সাথে তোলা বরগুনা জেলার প্রতারক চক্রের নেতা ও চিহ্নিত অপরাধী জনাব মোঃ মিলন ওরফে নাকিব উদ্দিন আমিন এবং বিভিন্ন মামলার এজাহারভূক্ত আসামী জনাব মোঃ হারুন ও জনাব শাহীন খান-এর ছবির সত্যতা পাওয়া যায় এবং তার সাথে বরগুনা জেলার বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের সাথে সখ্য ও ঘুষ নেওয়ার খবরাখবর বিভিন্ন জাতীয় এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও ' দুর্নীতিপরায়ণতা '-এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক একই বিধিমালার ৭ (১)(খ) বিধি অনুযায়ী গত ৩১-১০-২০২৩ তারিখ তাকে কারণ

দর্শানো হয়। তিনি গত ০৫-১২-২০২৩ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮-১২-২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

০২। এমতাবস্থায়, জনাব মুহম্মদ জাহাঙ্গীর মল্লিক (বিপি-৭৩০৫১২১৫৪২) পুলিশ সুপার, আরআরএফ, রাজশাহী ও সাবেক পুলিশ সুপার, বরগুনা-এর আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। তার অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩ (ঘ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা' -এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪ (২) এর উপ-বিধি (১) (ক) অনুসারে তাকে 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১০ মার্চ ২০২৪/২৬ ফাল্গুন ১৪৩০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১২০.২৩-১৩৭—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ মোকাররম হোসেন (বিপি-৬৭৮৭০২৯১৭৫), বর্তমানে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, মেহেরপুর জেলা ইতঃপূর্বে অফিসার ইনচার্জ, মনিরামপুর থানা, যশোর জেলায় কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১২৭/২০, তারিখ ১১/১১/২০২০ রুজু করা হয়। অভিযোগের অনুসন্ধান প্রতিবেদন, মৌখিক বক্তব্য, ব্যাখ্যা তলবের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (খ) অনুযায়ী আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপীল আবেদন করেন ;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৮.০১.২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন ;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় ; এবং

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মোকাররম হোসেন (বিপি-৬৭৮৭০২৯১৭৫), বর্তমানে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, মেহেরপুর জেলা- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (খ) মোতাবেক ০২ (দুই) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৬০.২৩.১৪১—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (বিপি-৬৭৯৩০১০৪০৭), বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, ডিবি, ঠাকুরগাঁও জেলা ইতঃপূর্বে অফিসার ইনচার্জ, গোপালপুর থানা, টাঙ্গাইল হিসেবে কর্মকালে তার উপস্থিতিতে তার অধীনস্থ এসআই ওসমান গণি (বর্তমানে মৃত) অভিযোগকারী মোঃ জুলফিকার আলীকে গোপালপুর থানার মামলা নং- ৯ (৫) ১২ এর এজহারনামীয় আসামী হিসেবে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সময় আসামীর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটির কোন কাগজপত্র না থাকায় থানায় নিয়ে যায়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা আটককৃত মোটর সাইকেলের বিষয়ে অধীনস্থ পুলিশ সদস্যকে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করার জন্য যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে পরবর্তীতে আটককৃত মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন নম্বর নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তিনি উক্ত মোটরসাইকেলটি সম্পত্তি রেজিস্টারে এন্ট্রি হওয়ার বিষয়ে তদারকি না করে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, যা তার কর্তব্যকর্মে অবহেলা তথা অসদাচরণ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (ক) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে "তিরস্কার" আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন ;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৮.০১.২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন ;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় ; এবং

০৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (বিপি-৬৭৯৩০১০৪০৭), বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, ডিবি, ঠাকুরগাঁও জেলা - কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (ক) মোতাবেক "তিরস্কার" লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ মার্চ ২০২৪/২৯ ফাল্গুন ১৪৩০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.২২৯—যেহেতু, জনাব এস, এম, ফজলুল হক (বিপি- ৭৮০৮১২১৫৯৪), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার), ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, ঠাকুরগাঁও- কে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, জনাব এস, এম, ফজলুল হক (বিপি-৭৮০৮১ ২১৫৯৪), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার), ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, ঠাকুরগাঁও- কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (১) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

তারিখ : ১৪ মার্চ ২০২৪/৩০ ফাল্গুন ১৪৩০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৬.১৯.৪৮৭—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া- এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার সাধারণ ডায়েরী নং-১৩৩৯, তারিখ ঃ ২৪-১২-২০২৩ খ্রিঃ এ উল্লিখিত বিষয়ে নিয়মিত মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হইবে]
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অপরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪/ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০

নং **৪৩.০০.০০০০.১৩০.০৬.৩৬৫.১৭.২৮**—কপিরাইট আইন, ২০২৩ এর ধারা-১১ (২) এবং কপিরাইট বিধিমালা ২০০৬ এর বিধি-২৯ (১) অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে ২৭ ফেব্রুয়ারি-২০২৪ তারিখ থেকে ০৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের জন্য কপিরাইট বোর্ড পুর্নগঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

১। জনাব মোঃ ইমরুল চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

২। যুগ্মসচিব, (সাংস্কৃতি ঐতিহ্য-২), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

৪। জনাব জাফর রাজা চৌধুরী, প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস।

৫। প্রতিনিধি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

৬। সভাপতি, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৭। রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাজমা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ০৭ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ/২৩ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০৪৭.১৯-১৫৩—যেহেতু, জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), ঠাকুরগাঁও-এর বিরুদ্ধে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৩৪ নং সরকারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মো: জাফরুল্লাহ-এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য অবৈধভাবে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগে জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও এবং জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, পিটিআই, ঠাকুরগাঁও (সংযুক্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর-এর টিম কর্তৃক গত ০৭-১০-২০১৯ তারিখে গ্রেফতার হন এবং ০৭-১০-২০১৯ তারিখে তাদের বিরুদ্ধে মামলা নং-০১ (ঠাকুরগাঁও) দায়ের হয় এবং তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় ; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন যুগ্মসচিব জনাব মোঃ ফিরোজ উদ্দিন- কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন ; এবং

যেহেতু, একই অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর কর্তৃক মামলা নং-০১ (ঠাকুরগাঁও), তারিখ : ০৭-১০-২০১৯ দায়ের হয়। পরবর্তীতে মামলাটি সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঠাকুরগাঁও-এর স্পেশাল মামলা নং-০২/২০১৯ হিসেবে পরিচালিত হয় ; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা স্পেশাল মামলা নং-০২/২০১৯ এর ১৮-০৯-২০২৩ তারিখে বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে ৩০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড এবং ০৩ (তিন) মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করায় তিনি বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ক্রিমিনাল আপিল মামলা দায়ের করেছন ; এবং

যেহেতু, ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে ৩০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড এবং ০৩ (তিন) মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করায় সরকারি চাকরি আইন,

২০১৮ এর ৪২ (২) (গ) ধারা মোতাবেক তাকে "নিম্নতর বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

সেহেতু, জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), ঠাকুরগাঁওকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪২ (২) (গ) ধারা মোতাবেক "নিম্নতর বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো। তার বেতন স্কেল ২৯০০০-৬৩৪১০/-টাকা হতে ২৩০০০-৫৫৪৭০/-টাকা বেতন স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিতকরণ করা হলো। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে এ দণ্ড কার্যকর হবে এবং জুন, ২০২৫ পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। অবনমিতকরণ দণ্ড সমাপনান্তে অবনমিতকরণকাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না।

২। একই সাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে গৃহীত খোরপোষ ভাতা তার বেতন ভাতাদির সাথে সমন্বয় হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৪ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ/৩০ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নং ১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০০৩.২৩.৪৫—যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (আইডি-০২১৮৮), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মাদারীপুর, (প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নেত্রকোনা) আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে লিখিত বা মৌখিক অনুমতি না নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৩৩০ নং সরকারি গাড়ি নিয়ে টাঙ্গাইল জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক আয়োজিত গাজীপুরের মাওনায় পিকনিকে যাওয়ার পথে ময়মনসিংহ জেলাধীন ত্রিশাল উপজেলায় ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে দুর্ঘটনা কবলিত হন। দুর্ঘটনার দিন ছিল ১৩-০১-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার। এই দুর্ঘটনায় বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাইভেট কারের ড্রাইভার ও একজন যাত্রী নিহত হন। তিনি বা তার দপ্তর কর্তৃক এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে খাদ্য অধিদপ্তর বা খাদ্য মন্ত্রণালয়কে কিছুই জানানো হয়নি ; এবং

যেহেতু, এ বিষয়ে অভিযুক্তকে কারণ দর্শানোর মাধ্যমে জবাব গ্রহণ করা হয় এবং তার লিখিত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৩.০০.০০০০. ০২৩.০৪.০০৩.২৩/১ রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলায় ১০-০৮-২০২৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে জনাব মো: মহসীন, যুগ্মসচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। জনাব মো: মহসীন, যুগ্মসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় তদন্ত প্রতিবেদন দাখির করেন ; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে "জনাব মো: মিজানুর রহমান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মাদারীপুর (প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নেত্রকোণা) তিনি সাপ্তাহিক ছুটির দিন তার অধিক্ষেত্রের বাহিরে, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সরকারি গাড়ী ব্যবহার করেছেন। বিষয়টি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যা প্রমাণিত।" তদন্ত প্রতিবেদনের ৭ (২) তে বলা হয়েছে "জনাব মো: মিজানুর রহমান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মাদারীপুর (প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নেত্রকোণা) বিনা অনুমতিতে তার অধিক্ষেত্রের বাহিরে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের লক্ষ্যে সরকারি গাড়ি (নং : ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৩৩০) ব্যবহার করে এবং পরবর্তীতে ১৩-০১-২০২৩ তারিখের আনুমানিক দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় ময়মনসিংহ জেলাধীন ত্রিশাল উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে চলন্ত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হন" ; এবং

যেহেতু অভিযুক্ত মোঃ মিজানুর রহমান (আইডি-০২১৮৮), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মাদারীপুর (প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নেত্রকোনা) '১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ উর্ত্তীন হওয়ার পর খাদ্য অধিদপ্তর থেকে গাড়ি (নং : ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৩৩০) বরাদ্দ পেয়েছেন। এজন্য বরাদ্দপত্র ইস্যু করা না হলেও যুক্তিসঙ্গত ভাবে ধারণা করা যায় এটি দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে ; এবং

যেহেতু, উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অভিযুক্ত মোঃ মিজানুর রহমান সরকারি গাড়ি ব্যবহার করেছেন এবং নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে পিকনিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় দুইজন লোক নিহত হয়েছেন এবং তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের শামিল। সরকারি কর্মচারী হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তর থেকে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য সরকারি গাড়ি পাওয়ার পর মেইনটেন্যান্স ও জ্বালানি নিজ ব্যবস্থাপনায় মিটিয়ে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহার, অধিক্ষেত্রের বাইরে গমন এবং অকপটে সামগ্রিক বিষয়াদি স্বীকার করায় প্রতিভাত হয়েছে সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে মোঃ মিজানুর রহমান অবহিত নন। ব্যক্তিগত শুনানীতে অভিযুক্ত তার কর্মকাণ্ডের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন নাই। তদন্তে তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অভিযুক্ত ে মাঃ মিজানুর রহমান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য ;

সেহেতু, অভিযুক্ত মোঃ মিজানুর রহমান (আইডি-০২১৮৮), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মাদারীপুর (প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নেত্রকোনা) কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণের" অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩২ ধারার ক্ষমতাবলে এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (২) (খ) অনুযায়ী নিম্নরূপ লঘুদন্ড প্রদান করা হলো :

> "অভিযুক্ত মোঃ মিজানুর রহমান (আইডি-০২১৮৮), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মাদারীপুর (প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নেত্রকোনা) এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড আরোপ করা হলো। ০২ (দুই) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি যথারীতি তার বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্য হবেন। তবে তিনি কোন বকেয়া বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্য হবেন না"।

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রদত্ত দণ্ড দণ্ডপ্রাপ্তের চাকুরীর বিবরণীতে রেকর্ডভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস দণ্ডপ্রাপ্ত মোঃ মিজানুর রহমান এর ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্দি স্থগিতের দণ্ডটি কার্যকরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের কপি দেয়া হোক।

মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৯ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৬/২০২৪/কাস্টমস/২১৩** ।—The Customs Act, 1969, (Act-IV of 1969) এর Section-11 এ প্রদত্ত ক্ষতমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে যশোর জেলার অধীন যশোর সদর উপজেলার ১০৬ নং বাহাদুরপুর মৌজার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করছে, যথা :—

মৌজার নাম	জে এল নম্বর	দাগ নম্বরসমূহ	জমির পরিমাণ
বাহাদুরপুর	১০৬	৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩১৭	৫.৭৫ একর

চৌহদ্দি ঃ

(ক) পূবে: পূর্ব পাশে রাস্তা;

(খ) পশ্চিমে: ফাঁকা জমি;

(গ) উত্তরে: ফাঁকা জমি; এবং

(ঘ) দক্ষিণে: বড় পাকা রাস্তা।

তারিখ : ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৩ জুন ২০২৪ খ্রি.

নং **২৮/২০২৪/কাস্টমস/২২০** ।—The Customs Act, 1969, এর Section-13 (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মোংলা সমুদ্র বন্দরে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-এস/০১/বন্ড লাইঃ/ বেলাজিও/ মংলা/ ২০১৬), তাং ১২-০৪-২০১৬ খ্রি. নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল, যথা :

ক্র. নং	আমদানিকৃত পণ্য	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিনডলার)
১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৫০,০০০.০০
২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	১০,০০০.০০
৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৫,০০০.০০
৪.	কনফেকশনারী, ইলেকট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৫,০০০.০০
	মোট=	৭০,০০০.০০ (সত্তর হাজার) মার্কিন ডলার।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এইচ এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/১৫ মে ২০২৪

নং **৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০১.১৮.৬০**—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সংঘবিধির ১০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রাক্তন সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান-কে আগামী ১৪-০৬-২০২৪ তারিখ হতে পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০২জুন ২০২৪

নং **৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৬.০০২.২০.৬৩**—দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (UBICO) এর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর ৪৩ ও ৪৪ ধারা অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাবেক সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এর স্থলে জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ- কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত (UBICO) এর পরিচালনা পর্ষদে ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সীমা দত্ত
সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২৭ মে ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০৯.২৩-৪৫**—যেহেতু, জনাব এস এম হামিদুল হক (পরিচিতি নম্বর-৫৯১১), প্রাক্তন প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অধীন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০১ এ কর্মকালে উক্ত সেক্টর-এর মাধ্যমে প্রণীত "বিদ্যুৎ সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন" এর সংশ্লেষে সরকারের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)

বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও অভিযোগে ১৩/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং একই বিধিমালার ১২(১) বিধি অনুযায়ী তাঁকে 'সাময়িক বরখাস্ত' করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম হামিদুল হক ০১-০৮-২০২৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি বিধি মোতাবেক তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান, অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান ২৭-০২-২০২৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। জনাব এস এম হামিদুল হক-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়;

৪। যেহেতু, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ-এর নেতৃত্বে এক সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনে আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশে জনাব এস এম হামিদুল হক-এর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

৫। যেহেতু, জনাব এস এম হামিদুল হক-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা এবং একই সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখের ৩৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করার বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সময় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

০৬। সেহেতু, জনাব এস এম হামিদুল হক (পরিচিতি নম্বর-৫৯১১), প্রাক্তন প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত (অতিরিক্ত সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং একই সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখের ৩৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি-অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্তকালীন বকেয়া বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৩১ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭২.২৪.২৮২**—The State Acquisition Tenancy Act, 1950 (Act XXXIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্ন বর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	তুলসীডাঙ্গা	৫৯	১৬, ৪৯৬	২	কলারোয়া	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৩৪৬১/২০১২ নম্বর রিট মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ায়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০৩ জুন ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৯৫.২৩.১০০**—The Notaries Ordinance, 1961-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মাহমুদুল হক চৌধুরী, পিতা-আজিজুল হক চৌধুরী, মাতা-শারমিন চৌধুরী- কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহ্উদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১২ ফাল্গুন ১৪৩০/২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০২৭.০২-৩৫**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মাহমুদুল হাছান, জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৮৩ খ্রি., পিতা- কাজী মোহাররাম আলী, মাতা- হাছিনা আক্তার, গ্রাম- উত্তর বাঁশবাড়ীয়া, ডাকঘর- বাঁশবাড়ীয়া, ওয়ার্ড নং-০৩, থানা- সীতাকুন্ড, জেলা- চট্টগ্রাম। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ০৬ নং বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ : ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২৩ মে ২০২৪

বিষয় : মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার ০৩ নং আমঝুপি ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান-কে পুণর্গঠিত আমঝুপি ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্যকরণ ও ০৬ নং শ্যামপুর ইউনিয়নে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের নিমিত্ত প্যানেল আহবান প্রসঙ্গে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১৬৮.৮৬-৮৩—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা রেজিস্ট্রার, মেহেরপুর ১৪-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৪৪ নং স্মারকমূলে প্রেরিত পত্রের আলোকে মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার ০৩ নং আমঝুপি ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান পুণর্গঠিত আমঝুপি ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে উক্ত ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে বহাল করা হলো। মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার নবগঠিত ০৬ নং শ্যামপুর ইউনিয়নে উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ না থাকলে নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগের নিমিত্ত মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ মোতাবেক প্যানেল প্রস্তুত করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ : ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২৩ মে ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০১.০২(১)-৮৭**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মানজুর আহমদ, জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৮৪ খ্রি., পিতা-বশির আহমদ, মাতা-রিজিয়া আহমদ, হোল্ডিং নং- ৩৯৩, মহল্লা-আলেকজান্ডার, ওয়ার্ড নং-০৭, ডাকঘর-আলেকজান্ডার, উপজেলা- রামগতি, জেলা- লক্ষ্মীপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধরিত পদ্ধতিতে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৯৮.৮০(১)-৮৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ শাজাহান আলী, জন্ম তারিখ : ০১-১০-১৯৮৩ খ্রি., পিতা- মোঃ মামুনুর রশিদ, মাতা-মোছাঃ ছায়দা বানু, গ্রাম-ধারকী হাজিপাড়া, ডাকঘর-ধারকী, ওয়ার্ড নং- ০৮, থানা-জয়পুরহাট সদর, জেলা-জয়পুরহাট। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধরিত পদ্ধতিতে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার ০৭ নং ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৮৪.৭৬-৮৯**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন আক্রমী, জন্ম তারিখ : ১৫-০২-২০০২খ্রি., পিতা-বোরহান উদ্দিন আক্রমী, মাতা-মোমেনা আকতার, গ্রাম-মোবারকঘোনা, ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘর-মহাজনহাট, উপজেলা-মীরসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধরিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার ০৪ নং ধুম ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২৯ মে ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩৮.৯৪(১/১)-৯৩**—The Christian Marriage Act, 1872 এর Section-7 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আপনাকে পাকড়ী ফেলোশিপ চার্চ, খ্রীষ্ট যীশুতে সকলে এক মন্ডলী সহভাগিতা (All-One-In Christ Church Fellowship), পাকড়ী মিশন পাড়া, পাকড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী এর অধীন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/৩০ মে ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.৬৫.১৩-১০০**—হিন্দু বিবাহ্ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব জিতু রায়, জন্ম তারিখ : ২৬-০৬-১৯৮৯ খ্রি., পিতা-কার্তিক রায়, মাতা-তুলসী রায়, গ্রাম : খালইষ্ট, হোল্ডিং নং-২১৭, ওয়ার্ড নং-০২, ডাকঘর : মুন্সীগঞ্জ, উপজেলা : মুন্সীগঞ্জ সদর, জেলা : মুন্সিগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধরিত পদ্ধতিতে মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ্ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০২ জুন ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৬৫.৭৯(১)-১০৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব শহিদুল ইসলাম, জন্ম তারিখ : ২০-০১-২০০১ খ্রি., পিতা- আবদুল লতিফ সরকার, মাতা-শরীফা বিলকিছ, গ্রাম- হাজীপুর, ওয়ার্ড নং- ০৩, ডাকঘর-নরসিংদী, উপজেলা-নরসিংদী, জেলা-নরসিংদী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধরিত পদ্ধতিতে নরসিংদী জেলার সদর উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৬২.৮৫-১০৫**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব সাহাবুল আলম, জন্ম তারিখ : ১৫-১১-১৯৯৭ খ্রি., পিতা- জালাল উদ্দিন, মাতা- সেলিনা খাতুন, গ্রাম-উদয় নাতুড়িয়া, ডাকঘর-মধুপুর, উপজেলা-কুমারখালী, জেলা-কুষ্টিয়া। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধরিত পদ্ধতিতে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার ০৭ নং বাগুলাট ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২৩ মে ২০২৪

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯.৬২৮**—নওগাঁ জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। নওগাঁ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	মিজ্ পারভীন আকতার, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৩, জেলা পরিষদ, নওগাঁ	০৭-০৫-২০২৪	২৪-১১-২০২২

২। এমতাবস্থায়, নওগাঁ জেলা পরিষদের উল্লিখিত সদস্য তার স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১) ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্য এর পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

তারিখ : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২৯ মে ২০২৪

নং **৪৬.৪২.০০০০.০০০.৯৯.০৬৩.১৭.৬৫১**—কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	জনাব মোঃ সোহাগ মিয়া, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৫, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ	০২-০৫-২০২৪	২৯-১১-২০২২

২। এমতাবস্থায়, কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের উল্লিখিত সদস্য তার স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১) ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্য এর পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা আইরিন
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৩০ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.৯৫.২৭.২২.৩২২—যেহেতু, জনাব মো: দীন ইসলাম (২৩৫০৮), প্রভাষক (রসায়ন), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা গত ২২-০৭-২০১৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। তদপ্রেক্ষিতে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, জনাব মো: দীন ইসলাম (২৩৫০৮), প্রভাষক (রসায়ন), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপপূর্বক একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক 'চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)' করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত সিদ্ধান্তে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মো: দীন ইসলাম (২৩৫০৮), প্রভাষক (রসায়ন), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপপূর্বক একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক 'চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)' করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সোলেমান খান
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০৩ জুন ২০২৪

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.৯৯.০৭২.১১.৭০**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার মুহাম্মদ আসিম জাওয়াদ (বিডি/

৯৬২৫), জিডি(পি) গত ০৯ মে ২০২৪ তারিখে বিমান বাহিনী জহুরুল হক, চট্টগ্রামে YAK-130 বিমানের নিয়মিত প্রশিক্ষণে উড্ডয়নকালে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় শাহাদতবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার মুহাম্মদ আসিম জাওয়াদ (বিডি/৯৬২৫), জিডি(পি)-এর অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশপূর্বক তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হলো।

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
গবেষণা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/৩০ মে ২০২৪

নং **১২.০০.০০০০.০৬২.০৬.০০১.২১.২৬৫**—বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) আইন, ২০১২ এর ৬ (ঘ) নং ধারার ক্ষমতাবলে এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এর ২৭ মে ২০১৯ তারিখের ১১.০০.০০০০.৮০৩.৩৪.০০৭.১২-৪৯৬ সংখ্যক পত্রে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনয়নের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সংসদ সদস্যগণ-কে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের গভর্নিং বডি- তে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো :

ক্র/নং	সংসদ-সদস্যগণের নাম	টেলিফোন/মোবাইল/ ই-মেইল নম্বর	পদবি
১.	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মাননীয় সংসদ-সদস্য ১৩০ টাঙ্গাইল-১	০১৭১১১-৮৪৯৩৬৩ Tangail.1@parliament.gov.bd	সদস্য
২.	জনাব আ, ফ, ম, বাহাউদ্দিন মাননীয় সংসদ-সদস্য ১৮১ ঢাকা-১	০১৭৪৬-০১১৪৫৫ dhaka.8@parliament.gov.bd	সদস্য

২। গভর্নিং বডির মনোনীত কোন সদস্যের মেয়াদ হবে উক্ত পদে তাঁর মনোনয়নের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২১ মে ২০২৪ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১৩০.২২-২৪১**—যেহেতু, ডা. শাহারিয়া শায়লা জাহান (১১১২৭৯), সহকারী পরিচালক, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সংযুক্ত: জেলা সদর হাসপাতাল, লক্ষ্মীপুর)-কে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পার-২ শাখার ৩০-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৫.১৪৩.০১৯.০২.০০.০০১.২০২০-৪২১ নং স্মারকে সহকারী পরিচালক হিসেবে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়ায় পদায়ন করা হলে তিনি উক্ত কর্মস্থলে যোগদান করেননি মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, পরবর্তীতে পার-২ শাখার ১২-০৮-২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৫.১৪৩.০১৯.০২০.০১২০.২০-৪৯৯ নং স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সহকারী পরিচালক পদে লক্ষ্মীপুর জেলা সদর হাসপাতালে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হলে তিনি গত ১৬-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখে পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেন;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তা সরকারি আদেশ অমান্য করে ১৩-০৮-২০২১ থেকে ১৫-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং এ সময় তিনি বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৬-০৭-২০২৩ খ্রি. তারিখের ৪১১ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ৩০-০৪-২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, তিনি দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত ডা. শাহারিয়া শায়লা জাহানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) অনুসারে আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। একইসঙ্গে, তার অনুপস্থিতিকাল ১৩-০৮-২০২১ থেকে ১৫-০৮-২০২২ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো। ইতোমধ্যে উক্ত সময়ে তার বেতনভাতা উত্তোলন করা হয়ে থাকলে তা যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে প্রত্যার্পণ করতে হবে। তিনি কোনো বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.১৫০.২৭.০১.০০.০৪২.২০১৮-২৪৪**—যেহেতু ডা. তৃষা জাফরীন (১২২৬৫৯), মেডিকেল অফিসার, হোসেনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে গত ০৫-০৯-২০১৬ খ্রি. হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে ১২-০৬-২০১৮ খ্রি. তারিখের ১৯২ নম্বর স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ৩০-০৪-২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, তিনি দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের জটিলতা ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় তাকে গুরুদণ্ডের পরিবর্তে লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, অভিযুক্ত ডা. তৃষা জাফরীনকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় বেতন স্কেলের নবম গ্রেডে তার বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। একইসঙ্গে, তার অনুপস্থিতিকালীন সময়ের জন্য বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। ইতোমধ্যে উক্ত সময়ের বেতনভাতা উত্তোলন করা হয়ে থাকলে তা যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে প্রত্যর্পণ করতে হবে। তিনি কোনো বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: জাহাঙ্গীর আলম
সচিব।

~~প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়~~
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৮ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০০৩.২৩.৩২৩**—যেহেতু, জনাব অনুজ কুমার রায়, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (চঃদাঃ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দায়িত্বহীনতার কারণে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা-২০২২ এর ফলাফল প্রকাশের পর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ক) ও ৩(খ) অনুযায়ী অদক্ষতা ও অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ বিধায় উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে "সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদানকৃত তথ্য এন্ট্রির বিষয়ে সিদ্ধান্ত থাকলেও তিনি তা করেননি" এবং "কোডিং সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যারে যথাযথভাবে লজিক সেট করা ও সফটওয়্যারটির কারিগরি সক্ষমতা নির্ভুলভাবে যাচাই করেননি" অভিযোগ দুটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে সামগ্রিক পর্যালোচনায় ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব অনুজ কুমার রায়, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (চঃদাঃ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং-১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৮.২৪-১০০—যেহেতু, জনাব আবু ছাইদ (১০৯০৫১৯৯) অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার, বগুড়া রির্টানিং অফিসার হিসেবে বগুড়া সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০২৪ এর দায়িত্ব পালনকালে ভাইস চেয়ারম্যান পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব মোঃ ইফতারুল ইসলাম মামুন-কে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নমুনা প্রতিকের পরিবর্তে ভিন্ন নমুনা প্রতীক বরাদ্দ প্রদান করেছেন এবং উক্ত নির্বাচন পরিচালনায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু,তার এহেন কার্যের কারণে মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উক্ত নির্বাচন স্থগিত করা হয়;

যেহেতু, তাকে সামরিকভাবে বরখাস্ত করতঃ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সদয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন;

যেহেতু, তাকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারার বিধান মোতাবেক সৈয়দ আবু ছাইদ (১০৯০৫১৯৯), অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার, বগুড়া-কে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিউল আজিম
সচিব।

জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং-১৭.০০.০০০০.০৮৪.৫৬.২২৩.২৩-১৬৯—জনাব রাজিয়া ফেরদৌস, সহকারী উপজেলা নির্বাচন কমকর্তা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ-কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ (২) এবং ৩০০ (বি) অনুযায়ী তাঁর পূর্ব পদের চাকরিকালকে (অর্থাৎ ১০-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-১২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) বর্তমান চাকরির সাথে মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গননা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বেতন সংরক্ষণের আদেশ নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো :

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশন গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারন ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বণ্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং-৩০/২০২৪/কাস্টমস-২৩৩—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মোংলা সমুদ্র বন্দরে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বণ্ড লাইসেন্স নং-এস/০১/বণ্ড লাইঃ/ বেলাজিও/ মংলা/২০১৬, তাং : ১২-০৪-২০১৬ খ্রি.) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-২৮/২০২৪/ কাস্টমস/২২০, তারিখ: ০৩-০৬-২০২৪ খ্রি: এর মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এইচ, এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বণ্ড)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং-৫৩.০০.০০০০.৪৩১.১৪.০২৮.২৪-২৯১—পল্লী কর্ম সহায়ক ফাইণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সংঘ বিধির ৬ (ই) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদে অদ্য ১৩-০৬-২০২৪ তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য ২য় মেয়াদে সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে পুনরায় মনোনয়ন প্রদান করা হ'ল:

সদস্যবৃন্দ

(১) জনাব আকতারী মমতাজ, সাবেক সচিব, সরকারি কর্ম কমিশন।

(২) জনাব এ. এন. শামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী, সাবেক সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৫৩.০০.০০০০.৪৩১.১৪.০২৮.২৪-২৯২—পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ) এর সংঘ বিধির ৬ (ই) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভূমি রেকড ও জরিপ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব সোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন'কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদে সদস্য হিসেবে অদ্য ১৩-০৬-২০২৪ তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য নির্দেশক্রমে মনোনয়র প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সীমা দত্ত
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: নোটারীরূপে কাজ করার সার্টিফিকেট প্রদান।

নং-১০.০০.০০০০.১৩০.১১.১০৯.২৩.৭০—The Notaries Ordinance, 1961-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবি সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা- মোহাম্মদ মোজাহিদ আলী, মাতা- শাহানাজ বেগম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ- এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notarries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত

যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: নোটারীরূপে কাজ করার সার্টিফিকেট প্রদান।

নং-১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৯৯.২৩.১০৭—The Notaries Ordinance, 1961-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, মোঃ মোস্তফা, মাতা-মোছাঃ রোকেয়া বেগম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notarries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহ্উদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বেতার -১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং-১৫.০০.০০০০.০২১.২৭.০০১.২৪.২১০—যেহেতু, ড. মোঃ সাইদুর রহমান, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক পদে বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে কর্মরত আছেন;

যেহেতু, অসদাচরণ এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক ০১/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরত: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ৩১-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০.০০০০. ০২১.২৭.০০১.২৪.১১২ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে তাতে পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে লিখিত জবাবসহ কারণ দর্শাতে এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কি-না তা জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চেয়ে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৬-০৫-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহন করা হয়। শুনানীকালে তিনি মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সজ্ঞানে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব, শুনানী, লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য, প্রসিকিউশন শুনানী এবং তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত উল্লিখিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সে কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো;

সেহেতু, বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, ড. মোঃ সাইদুর রহমান-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪ (২)(ক) বিধিমতে তাকে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টসম : রপ্তানি ও বণ্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ
তারিখঃ ২৫ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ জুলাই ২০২৪ খ্রি.

নং-**৩৪/২০২৪/কাস্টমস-২৮৫**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ডিউটি ফ্রী শপ প্রতিষ্ঠান সারবান ইন্টারন্যাশনাল (বণ্ড লাইসেন্স ২৭৯/কাস-পিবিডব্লিউ/২০০৫, তারখি: ১৯-০৭-২০০৫ খ্রি:) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১৭/২০২৪/ কাষ্টমস/১৭৩,তারিখ: ১৫-০৪-২০২৪খ্রি: এর মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত প্রাপ্যতার মেয়াদ প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৩১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো ।

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩১বঙ্গাব্দ/১৪ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৬/২০২৪/ কাস্টমস-২৮৮**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত ফু-ওয়াং বোলিং এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-১৪৭০/কাস-এসবিডাব্লিউ/ ২০১৩, তারিখ: ১৬-০১-২০১৩ খ্রি:) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১৩/২০২৪/কাস্টমস/১৩৭, তারিখ: ২৯-০২-২০২৪ খ্রি: এর মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এইচ,এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বণ্ড)।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা- ১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪৩১/০৮ মে ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.২০৭.১৪.০০৫.২১(অংশ-৪)-১৮০**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Supply and Installation of Electric & Electronic Accessories (Digital Smart Board etc.)" সংক্রান্ত ক্রয় প্রস্তাবের দরপত্রের কারিগরী অংশ পুন:মূল্যায়নে নিম্নোক্ত কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো :

আহবায়ক

১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ই/এম-পিএন্ডডি, ই/এম-পিএন্ডডি, সার্কেল, ঢাকা, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। সহকারী পরিচালক বাস তদুর্ধ্ব মর্যাদার কর্মকর্তা (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন), কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

কমিটির কর্মপরিধি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "Supply and Installation of Electric & Electronic Accessories (Digital Smart Board etc)" সংক্রান্ত ক্রয় প্রস্তাবের দরপত্রের ডকুমেন্ট এ উল্লিখিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কারিগরী অংশের পুন:মূল্যায়নপূর্বক সুপারিশ প্রদান।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: লিয়াকত আলী সেখ
উপসচিব।

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোকবার্তা

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩১/১৪ মে ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০০২.২০.৩৪৮—অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় জনাব টি কে এম মোশফেকুর রহমান (১৫২০৬) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মৃতুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন) ।

২। জনাব টি কে এম মোশফেকুর রহমান ১৬ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১০ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন এবং ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বশেষ অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। জনাব টি কে এম মোশফেকুর রহমান তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, পিতা ও মাতাসহ আত্মীয়- স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব টি কে এম মোশফেকুর রহমান এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মৃতের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শোকবার্তা

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩১/১৪ মে ২০২৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০০৯.১৫.৩৪৯—অবসরপ্রাপ্ত উপসচিব জনাব মুজতাবা রিজওয়ান (৪০০০) গত ০৩ জুন, ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

২। জনাব মুজতাবা রিজওয়ান ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহন করেন । তিনি ১৫-০২-১৯৮৮ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন এবং ২৭ জুন ২০০৭ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রলালয়ের ১৮-০২-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩১.১৯.০০২.২০১৪-১৭২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে চাকুরি হতে অবসর প্রদান করা হয় ।

৩। জনাব মুজতাবা রিজওয়ান তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যাসহ, আত্মীয়- স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেগে গেছেন।

৪ । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মুজতাবা রিজওয়ান এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মৃতের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪৩১/ ১২ মে ২০২৪

নং ১৬.০০.০০০০.০২৭.১১.০০১.২৩-৭০—হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করলেন:

ক্রমিক	নাম	ট্রাস্টি বোর্ডের পদবি
১	মাননীয় মন্ত্রী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
২	ড. শ্রী বীরেন শিকদার মাননীয় সংসদ সদস্য, ৯২ মাগুরা-২	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান (মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত মামনীয় সংসদ সদস্য)
৩	জনাব আরমা দত্ত মাননীয় সংসদ সদস্য, ৩৪০	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান (মাননীয়

	মহিলা আসন-৪০	স্পীকার কর্তৃক মনোনীত মামনীয় সংসদ সদস্য)
৪	সচিব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য (পদাধিকারবলে)
৫	জনাব সুব্রত পাল	ভাইস চেয়ারম্যান
জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়		
৬	অধ্যাপক ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত এম, পি,	ট্রাস্টি
৭	জনাব মনোরঞ্জন শীল গোপাল	
৮	অধ্যাপক ড. অসীম সরকার	
৯	জনাব পাপ্পু সাহা	
১০	জনাব অমল কান্তি দাশ	
১১	জনাব তপন কুমার সেন	
১২	বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বপন কুমার রায়	
১৩	জনাব ববিতা রাণী সরকার	
১৪	জনাব উদয় শঙ্কর চক্রবর্তী	
১৫	জনাব অশোক মাধব রায়	ট্রাস্টি
১৬	ইঞ্জিনিয়ার পি. কে. চৌধুরী	
১৭	জনাব নান্টু রায়	
১৮	অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায়	
১৯	জনাব শ্যামল সরকার	
২০	এডভোকেট শম্ভুনাথ রায়	
২১	বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল কুমার দাস	
২২	জনাব দোলা গুহ	
২৩	জনাব অংকন কর্মকার	
২৪	ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার দত্ত	
২৫	জনাব উত্তম চক্রবর্তী রকেট	

২। ট্রাস্টি বোর্ড-এর মেয়াদকাল ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে সরকার কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনেরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁর দায়িত্ব হতে অব্যাহিত প্রদান করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোনো ট্রাস্ট্রি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯৫.২৭.৬৩.২০১৩.৩০৫—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মো: আব্দুল মালেক চৌধুরী (৪১৬৫), সহকারী অধ্যাপক (হিসাব বিজ্ঞান), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা গত ০১-০২-২০১৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে কারণ দর্শনো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলে তিনি ১৯-১২-২০২৩ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে গত ০৬-০৩-২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানিতে গ্রহণ করা হয়। উক্ত শুনানিতে তাঁর বক্তব্য সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, ৩১-০১-২০১৯ তারিখে তাঁর অনুপস্থিতিকাল ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, জনাব মো: আব্দুল মালেক চৌধুরী (৪১৬৫), সহকারী অধ্যাপক (হিসাববিজ্ঞান), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা গত ০১-০২-২০১৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এবং তাঁর অনুপস্থিতিরকাল ০৫ (পাঁচ) বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় বি.এস.আর.পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী তাঁর চাকরি ০১-০২-২০১৪ তারিখ হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) হয়েছে মর্মে ভূতাপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু জনাব মো: আব্দুল মালেক চৌধুরী (৪১৬৫), সহকারী অধ্যাপক (হিসাববিজ্ঞান), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বি.এস.আর.পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ০১-০২-২০১৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) করা হল।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সোলেমান খান
সচিব।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রকল্প অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০৯ জুন ২০২৪

নং **০৪.০০.০০০০.৮১২.৯৯.০০২.১৭(২).৭৬**—সুনীল অর্থনীতি সংক্রান্ত সার্বিক কার্যাবলি সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে ব্লু-ইকোনমি সেল নামীয় অস্থায়ী সেল গঠন করা হল। ব্লু-ইকোনমি সেলের কাঠামো নিম্নরূপ :

ক্রমিক	পদের নাম	পদসংখ্যা
১	অতিরিক্ত সচিব	০১
২	যুগ্মসচিব	০১
৩	কমোডোর পর্যায়ের কর্মকর্তা, নৌবাহিনী	০১
৪	উপসচিব	০২
৫	ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা	০১

৬	উপ-পরিচালক, জিএসবি	০১
৭	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪
৮	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৩
৯	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪
১০	অফিস সহায়ক	০৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নূর মোহাম্মদ হোসাইনী
উপসচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২৬ মে ২০২৪

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৬.২৩.৭৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল হোসেন (১০৯০৫০৪৮), সিনিয়র সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (প্রাক্তন: জেলা নির্বাচন অফিসার, রাজশাহী ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার, সাধারণ ওয়ার্ড-০৯, ১১ ও ১২, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৩) এর বিরুদ্ধে ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে নির্বাচনে হানিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগ উত্থাপিত হয়;

যেহেতু, তার দায়িত্বহীনতায় সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনাটি গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচিত হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে;

যেহেতু, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃর্তক গণমাধ্যমে প্রচারিত ঘটনার লিখিত ব্যাখ্যা তলব করায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা যে জবাব প্রদান করেছেন তা সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নিকটজনকে তার নিজ বাসভবনে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন মর্মে প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত;

যেহেতু, তিনি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৩ এ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ ও প্রয়োগ না করে আপন কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন;

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলার পরিপন্থি বিধায় নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৪/২০২৩ রুজু করা হয়;

যেহেতু, বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠনপূর্বক ২১-১১-২০২৩ তারিখে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৬-০১-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, নথি ও তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তিনি "অসদাচরণ" এর দায়ে দোষী বিবেচিত হওয়ায় দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ আবুল হোসেন (১০৯০৫০৪৮), সিনিয়র সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (প্রাক্তন: জেলা নির্বাচন অফিসার, রাজশাহী)-কে "অসদচারণ" এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক ০১-০৬-২০২৪ খ্রি. হতে ৩০-০৬-২০২৭ খ্রি. পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ০৩(তিন) বছরের জন্য তার "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" করা হলো। তিনি এর কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। একই সাথে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-১৪/২০২৩ নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/২৯ মে ২০২৪

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৫.২৪-৮০**—যেহেতু, জনাব মোঃ মাসুদ রানা (১০৯০৫২৬১), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ একটি সংশোধিত জাতীয় পরিচয়পত্র (নং-২৩৫৩৪৮৩৯৮১) Roll back/Locked করার বিষয়টি জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের কার্যক্রম হওয়া সত্ত্বেও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি নিজ উদ্যোগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পত্র অগ্রগামী না করে সরাসরি সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বরাবর অগ্রগামী করেন। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বর্ণিত জাতীয় পরিচয়পত্রের সংশোধন কার্য সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অমূলক অভিযোগ আনয়নপূর্বক তিনি কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করেছেন;

যেহেতু, কর্তৃপক্ষের নিকট অযাচিত পত্র প্রেরণের অভিযোগে তাকে প্রাথমিকভাবে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তার প্রদত্ত প্রাথমিক কারণ দর্শানোর জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কার্যের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগের তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২৪ রুজু করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করতঃ ২১-০৪-২০২৪ তারিখে তাকে কারণ দর্শানো হয়; তিনি অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ২৬-০৫-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কারণ দর্শানোর জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি অনিচ্ছাকৃত ভুল মর্মে উল্লেখপূর্বক তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্তের মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য, নথির কাজগপত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনায় তিনি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অযাচিত পত্র প্রেরণ করতঃ কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করায় তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত এবং এই কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব, ন্যায় বিচার ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় জনাব মোঃ মাসুদ রানা (১০৯০৫২৬১), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ-কে "অসদাচরণ" এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো। একই সাথে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২৪ নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/৩০ মে ২০২৪

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৫.২৪-৮৩**—যেহেতু, আবু নাছের মোঃ মানছুর হেল্লাজ (৩১৩০০০০১), সহকারী প্রোগ্রামার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), উপাত্ত প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়-কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার কুটি ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২৪ এর ব্যালট পেপারের সঠিকতা যাচাই ও অনুমোদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়; তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক 'অটোরিক্সা' এর পরিবর্তে ব্যালট পেপারে 'রিক্সা' প্রতীক মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করায় উক্ত নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদের ভোটগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি বিধায় মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন;

যেহেতু, মাননীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাসহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ক) অনুযায়ী "অদক্ষতা" এবং বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০৫/২০২৪ রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা গঠন করে তাকে কারণ দর্শানো হয়; তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করায় ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন;

যেহেতু, ৩০-০৫-২০২৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যা তার স্বাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ করা হয়,

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব ও শুনানিতে অনিচ্ছাকৃত ভুল মর্মে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্তের মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে তিনি ভুল প্রতীক অনুমোদন করেছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আরো মনোযোগী ও সচেষ্ট থাকার অঙ্গীকার করেছেন। নথির কাগজপত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, তার কৃত ভুলের জন্য মাননীয় কমিশন কর্তৃক নির্বাচন স্থগিত করা হয়; এতে কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। সার্বিক বিষয় পর্যালোচনান্তে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তিনি "অসদাচরণ" এর দায়ে দোষী বিবেচিত হওয়ায় দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব, ন্যায় বিচার ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় আবু নাছের মোঃ মানছুর হেল্লাজ (৩১৩০০০০১), সহকারী প্রোগ্রামার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), উপাত্ত প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়-কে "অসদাচরণ" এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো। সেই সাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়াসহ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৫/২০২৪ নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

পরিকল্পনা-২ শাখা

তারিখ: ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/১২ জুন ২০২৪

নং **৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০১.১৯.৭১**—সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (সাবিনকো)-এর মেমোরেন্ডাম এণ্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর স্থলে জনাব মনিরা বেগম, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ (যুগ্ম সচিব), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সীমা দত্ত
সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/১২ জুন ২০২৪

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৮.২৩-৭৮৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ আঃ মালেক, পিতা-মৃত আঃ রহমান, গ্রাম/রাস্তা-সূর্য্যপাড়া, ডাকঘর-ভবানীগঞ্জ-৬২৫০, ভবানীগঞ্জ পৌরসভা, বাগমারা, রাজশাহী ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভায় গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালে ৪টি প্যাকেজ ভিন্ন ভিন্ন দরদাতার নামে দরপত্র অনুমোদন করা হলেও এর মধ্যে ৩টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন না করেই আপনার কর্তৃক বিলের চেক গ্রহণ, পৌরসভার এডিবি ফান্ড হতে ০৬/০৩/২০২২ তারিখ আহবানকৃত কোটেশন টেন্ডারে ৫,৮৬,০৪০/-(পাঁচ লক্ষ ছিয়াশি হাজার চল্লিশ) টাকার প্রাক্কলন অনুযায়ী সম্পূর্ণ কাজ না করেই অর্থ আত্মসাৎ, পৌর ভবনের নির্মাণ কাজ ঠিকাদারের পরিবর্তে নিজে করা এবং নির্মাণ কাজের অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক উত্তোলনের পরিবর্তে নিজে স্বাক্ষর করে চেক গ্রহণ, ট্রেড লাইসেন্স এবং পৌরকর আদায়ে অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, পৌরসভার ট্রাক, রোলার ও অন্যান্য সরঞ্জাম যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাফিলতি এবং পৌরসভার অধিক্ষেত্রে সড়কের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে স্লিপের মাধ্যমে টোল আদায়ের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ (১) (ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী

অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় 'অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহার' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দায়ে তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে;

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ আঃ মালেক, পিতা-মৃত আঃ রহমান, গ্রাম/রাস্তা-সূর্য্যপাড়া, ডাকঘর- ভবানীগঞ্জ-৬২৫০, ভবানীগঞ্জ পৌরসভা, বাগমারা, রাজশাহী-কে রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৮৫.২৩.০০৩.২৪.২৬৯**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পবিত্র ঈদুল আযহা, ২০২৪ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত অর্ধেকের বেশি সাজাভোগকৃত নিম্নবর্ণিত ০৭ (সাত) জন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদণ্ড ও জরিমানা মওকুফ করা হয়েছে:

ক্র. নং	কয়েদি নম্বর, নাম, পিতার নাম, বয়স ও মামলা নম্বর	কারাগারের নাম	মন্তব্য
০১	কয়েদি নং-৫০৫৮/এ, জামিল আহমদ, পিতা-রফিক উদ্দিন, বয়স-২১ বছর, জি.আর মামলা নং-৮৮/২২	মৌলভীবাজার জেলা কারাগার	--
০২	কয়েদি নং-৪১৫১/এ, মোঃ সেলিম @ তিরিক, পিতা-আলী আকবর, বয়স-৬০ বছর, জি.আর মামলা নং-৪৮৩/০৭	খুলনা জেলা কারাগার	--
০৩	কয়েদি নং-৪৩২৪/এ, মোঃ হাসেম, পিতা-মোঃ ঠান্ডা মিয়া, বয়স-৬৫ বছর, জি.আর মামলা নং-৮০/১২	বান্দরবান জেলা কারাগার	--
০৪	কয়েদি নং-৪৩৭২/এ, আব্দুল মান্নান, পিতা-মোঃ ইসমাইল প্রঃ মুন্সি মিয়া, বয়স-৩৫ বছর, জি.আর মামলা নং-১২৮/২২	বান্দরবান জেলা কারাগার	--
০৫	কয়েদি নং-৬৭৮৬/এ, মন্টু মুন্ডা, পিতা-বীরবল মুন্ডা, বয়স-৩০ বছর, জি.আর মামলা নং-২৮৬/২২	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	--
০৬	কয়েদি নং-৭২৬/এ, পরেশ পাল, @ পরান পাল, পিতা-উমেশ পাল, বয়স-৬৮ বছর, জি.আর মামলা নং-৫৫০/০৪	সিলেট জেলা কারাগার	--
০৭	কয়েদি নং-৮৩৪৮/এ, মোঃ সাকু মিয়া, পিতা-মৃত আঃ কাদের, বয়স-৬১ বছর, জি.আর মামলা নং-৭/০১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ	--

০২। অন্য কোন কারণে উপরোক্ত কয়েদিগণকে আটক রাখার আবশ্যকতা না থাকলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৩। এ প্রজ্ঞাপন যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০২ জুন ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১.৮৭৭**—ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার মামলা নং-১৫ তারিখ: ২৫/১১/২০২০ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সং/২০১৩) এর ৬(২)(ঈ)/৮/৯/১০/১১/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: মফিজুল ইসলাম
সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ জুন ২০২৪ খ্রি.

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৯.১৬-৬৫**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৩৮ এর উপ-ধারা (৪), এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ' শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য যথাক্রমে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সদস্য হিসাবে এতদ্বারা নিয়োগ করিল;

(ক) সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব ইঞ্জিঃ মোঃ ইছমাইল করিম চৌধুরী (জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ৪১৭৬৯৫৫৭৮১), সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইল ওয়ার্কসপ মালিক সমিতি, ২৮, কাওরান বাজার, তাজ ম্যানশন (২য় তলা), তেজগাঁও, ঢাকা-১৪১৫, স্থায়ী ঠিকানা: সোনাপুর, ডাকঘর-সোনাপুর-৩৫৮৩, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, বর্তমান ঠিকানা: ৪১৭-৪১৮, তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা-১২১৫, মোবাইল নম্বর: ০১৬১৯৮৮৮১০৫।

(খ) সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন (জাতীয় পরিচয় পত্র নং: ১৫১১৮৪৭০৫৬৭৫১), সভাপতি, আফতাব অটোমোবাইলস্ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজি নং-চট্ট-১০২৯), স্থায়ী ঠিকানা: দিয়াকুল (খান সাহেব পাড়া), বাজালিয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা: দিয়াকুল (খান সাহেব পাড়া), বাজালিয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, মোবাইল নম্বর: ০১৮৯৪-৩২৯৭৮৫।

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০১০.১১-৬৬**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৩৮ এর উপ-ধারা (৪), এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'বেকারী, বিস্কুট ও কনফেকশনারী' শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য যথাক্রমে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সদস্য হিসাবে এতদ্বারা নিয়োগ করিল;

(ক) সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব মো: রেজাউল হক রেজু (জাতীয় পরিচয় পত্র নং: ১৯৭৫২৬৯৪২৫৯৫৭১৫০৬), স্বত্ত্বাধিকারী, হক ব্রেড এন্ড ফুড প্রোডাক্টস, ৯২, পশ্চিম শহিদ নগর (বালুঘাট), লালবাগ, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+পোস্ট-অম্বরনগর, থানা-সোনাইমুড়ী, জেলা-নোয়াখালী, বর্তমান ঠিকানা: ১৪, শেখ সাহেব বাজার রোড, আজিমপুর, ঢাকা, মোবাইল নম্বর: ০১৭১১৫৩৪৩৬১, ইমেইল: haquereju@gmail.com.

(খ) সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব উজ্জ্বল বিশ্বাস (জাতীয় পরিচয় পত্র নং: ২৩৬৩৯৯৬১৬২), উপদেষ্টা, চট্টগ্রাম বেকারী এন্ড সুইটমিট শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজি. নং চট্ট-২৫৭৮, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-উত্তরভূর্ষি, পোস্ট-সারোয়াতলী, থানা-বোয়ালখালী, জেলা-চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা: জাহানার মঞ্জিল, আসকারাবাদ, পো-বন্দর-৪১০০, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম, মোবাইল নম্বর: ০১৮১৫৬১৮৪১৮।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা সুলতানা
উপসচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ জ্যৈষ্ঠ১৪৩১/০৫ জুন ২০২৪

নং **৩৪.০০.০০০০.০৫১.০৪.০০৭.(ডিপি নং-৩).২৩.১২৫০**—যেহেতু, জনাব মোঃ ফরহাত নূর, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মাগুরা (পূর্ববর্তী কর্মস্থল: উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং ''দুর্নীতিপরায়ণতা" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গত ১২.০২.২০২৪ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৫১.০৪.০০৭.(ডিপি নং-৩). ২৩.১০৫৮ নং প্রজ্ঞাপনমূলে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, জনাব ফরহাত নূর, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মাগুরা (পূর্ববর্তী কর্মস্থল: মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর), উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ মার্জনা প্রার্থনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১৮.০৩.২০২৪ তারিখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আপিল আবেদন করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় হয়ে আপিল আবেদন মঞ্জুর করে দণ্ডাদেশ বাতিলের আদেশ প্রদান করেন।

০৩। সেহেতু, জনাব মোঃ ফরহাত নূর, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মাগুরা (পূর্ববর্তী কর্মস্থল: উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" সূচক দণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। তিনি বিধিমতে বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মহিউদ্দীন আহমেদ
সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩১/২৯ এপ্রিল ২০২৪

নং **৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০৩.২৩.৮১**—যেহেতু জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, নগরকান্দা, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকার ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় "নগরকান্দায় অর্থ আত্মসাতের মামলা, সমাজসেবা কর্মকর্তার স্ত্রী ও দুই সন্তান গ্রেফতার" শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়; তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা পরস্পর যোগসাজশে স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ভাতা প্রদান ও সরকারি ঘর দেওয়ার কথা বলে বিভিন্ন পরিমাণে টাকা গ্রহণ এবং নগরকান্দা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত বিভিন্ন সরকারি ভাতা আত্মসাতের জন্য প্রকৃত সুবিধাভোগীর ফোন নম্বর গোপনে বাতিল করার তথ্য দৈনিক সংবাদপত্র ও স্থানীয় মাধ্যমে প্রকাশিত হয়;

০২। যেহেতু, সরকারি ঘর, বয়স্ক ভাতার কার্ড এবং বিধবা ভাতা বরাদ্দ দেয়ার আশ্বাস প্রদানকরতঃ ভুক্তভোগীদের নিকট থেকে

অবৈধভাবে ঘুষ গ্রহণ এবং প্রতিবন্ধী ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জনৈক ভুক্তভোগী লাইলী বেগম (গ্রাম-বালিয়া, উপজেলা নগর কান্দা, ফরিদপুর) কর্তৃক তার ২য় স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ (২য় স্ত্রীর আগের পক্ষের) তার বিরুদ্ধে ১৮ জুন ২০২৩ তারিখ সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলার প্রেক্ষিতে তার ২য় স্ত্রী ও দুই সন্তানকে গ্রেফতারকরতঃ আদালতে প্রেরণ করা হয়;

০৩। যেহেতু, ইতোপূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নগরকান্দা, ফরিদপুর এর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন ভাতার অর্থ সংশ্লিষ্ট হিসাব হতে অন্য হিসাবে স্থানান্তর ও তছরুপ বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে জনাব মোস্তফা মাহমুদ সারোয়ার, উপপরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক তদন্তকরতঃ প্রতিবেদন দাখিল করা হয় (স্মারক নম্বর ৪১.০১.০০০০. ০৪৯.২৭.০২৭.২১.৭৪৭ তারিখ ২৫ অক্টোবর ২০২২)। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক নীতিমালা অনুসরণ না করে সরকারের নির্দেশ অমান্যকরতঃ অর্থ আত্মসাৎ করেন মর্মে অভিযোগ আনয়ন করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। ৩১ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত অব্যয়িত অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রেরণ না করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে তার যৌথ স্বাক্ষরে আলাদা হিসাব খুলে অর্থ স্থানান্তর ও অর্থ উত্তোলনপূর্বক ভুয়া রেজিস্টারের মাধ্যমে বিতরণ দেখানো হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে ভুয়া রেজুলেশনের মাধ্যমে কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগরকান্দা, ফরিদপুর এর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ৯২,৭৭,৬১৫/-(বিরানব্বই লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত পনের) টাকা অন্যান্যদের সহযোগিতায় আত্মসাত করেছেন মর্মে প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হলে গত ২৫/০৬/২০২৩ তারিখে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

০৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় তিনি লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। বিগত ৫/১২/২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি করা হয়। তার লিখিত বক্তব্য ও ব্যক্তিগত শুনানি কালে তিনি জানান যে, ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে কোভিড মাহামারির কারণে অন্যান্য সরকারি কর্মসূচিসহ সামাজিক নিরাপত্তার ভাতা বিতরণ দারুনভাবে বিঘ্নিত হয় ফলে পরবর্তী উপজেলা ভাতা বিতরণ কমিটির মিটিং ও কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও তার যৌথ স্বাক্ষরে তফসিলি ব্যাংকের একাউন্টে রক্ষিত ভাতার উক্ত অর্থ মাস্টার রোলের মাধ্যমে বিতরণ ও প্রাপ্তিস্বীকারসহ যাবতীয় রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। তা তিনি তার লিখিত বক্তব্যের সাথে ও শুনানিকালে পেশ করেন;

০৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্য ও শুনানিকালে গৃহীত বক্তব্য এবং বিভাগীয় মামলার নথিসহ উপজেলা ভাতা বিতরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী, দাখিলকৃত ভাতা বিতরণ রেজিষ্টার, মাস্টাররোল পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যালোচনাকরতঃ বিগত ২৫/০৬/২০২৩ হতে দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্ত থাকার ফলে তার নিজ ও পরিবারের আর্থিক সংকট ও মানবেতর জীবন-যাপনসহ সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, নগরকান্দা এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৬। সেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, নগরকান্দা, ফরিদপুর-এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

০৭। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

০৮। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০৬ জুন ২০২৪

নং **৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০৮.২৩.১১৯**—যেহেতু, আপনি জনাব ইমাম হাসান শামীম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মোহনপুর, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পবা, রাজশাহীতে কর্মকালে সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

০২। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ উত্তোলনকরতঃ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার এবং আত্মসাৎ এর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

০৩। যেহেতু, আপনি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পবা, রাজশাহীতে কর্মকালে দগ্ধ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম তহবিল থেকে ৪টি চেকের মাধ্যমে ২,১৮,০০০.০০ টাকা উত্তোলনকরতঃ ৩,০০০/- টাকা একজন দগ্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান করেন, ৭০,০০০/- টাকা ব্যাংকের হিসাব নম্বরে জমা প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ১,৪৫,০০০/- টাকা আত্মসাৎ করেন;

০৪। যেহেতু, কাপাসিয়া প্রকল্প গ্রাম, দেওয়ানপাড়া প্রকল্প গ্রাম এবং মাসাকাটা দিঘি প্রকল্প গ্রামের হিসাব হতে ৪,৯৬,০০০/-টাকা বিধি বহিভুর্তভাবে কোন স্কিম ছাড়াই উত্তোলনকরত ইউনিয়ন সমাজকর্মী রুপোশ তানভীর এর সাথে ভাগাভাগি করে নেন। পরবর্তীতে জানাজানি হলে ১,৬০,০০০/- টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রামে বিতরণকরতঃ অবশ্লিষ্ট ৩,৩৬.০০০/- টাকা সার্ভিস চার্জসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রামের হিসাবে জমা প্রদান করেন। উক্ত অর্থ পরিশোধ করা হলেও বিধি বহির্ভুতভাবে সরকারী অর্থ উত্তোলনপূর্বক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন;

০৫। যেহেতু, আপনি রোগী কল্যাণ সমিতির অ্যাকাউন্ট হতে ১,৮৬,৪৮১/- টাকা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ৮০,০০০/- টাকা উত্তোলন পূর্বক নিজে আত্মসাৎ করেছেন যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

০৬। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিখিত বক্তব্যে জানান যে, ২,১৮,০০০/- টাকা তুলে মাত্র ৩,০০০/- টাকা দগ্ধ ব্যক্তিকে প্রদান, ১,১০,০০০/- টাকার হুইল চেয়ার বিতরণ, ৭০,০০০/-টাকা একাউন্টে জমা করা হয়। ১,৪৫,০০০/- টাকার মধ্য হতে ডাটা কালেকশন, প্রচার প্রচারণা, লিফলেট বিতরণ করার কাজে ব্যয় করা হয়। উক্ত টাকা বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/অবহিত করতে হবে। তিনি বলেন যে, নীতিমালা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বিধায় অবহিত করা হয়নি পল্লীসমাজসেবা কর্মসূচির কাপাসিয়া প্রকল্পের মোট ৪,৯৬,০০০/- টাকার স্কীম দাখিল করলে তিনি উহা অনুমোদন ও চেকে সই করেন কিন্তু ইউনিয়ন সমাজকর্মী উক্ত টাকা বিতরণ না করে নিজের নিকট

রেখে দেয়। তিনি ইউনিয়ন সমাজকর্মীকে টাকা বিতরণ করতে বলেন কিন্তু সে নিজের নিকট রেখে দেয় পরে চাপ প্রয়োগ করলে ঐ ঐ টাকা জমা দেয়। ডিডিও হিসেবে তার দায়িত্ব থাকলেও তিনি বুঝতে পারেনি বলে উল্লেখ করেন;

০৭। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব ইমাম হাসান শামীম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মোহনপুর, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, জনাব ইমাম হাসান শামীম এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী অসদাচরণ সম্পর্কিত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে;

০৮। সেহেতু, জনাব ইমাম হাসান শামীম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মোহনপুর, রাজশাহী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর ২ (খ) অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০৯ জুন ২০২৪

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০৪.২৩-৪২**—যেহেতু, জনাব জোবেদা আক্তার, অতিঃ সিসিএম (পূর্ব), সিআরবি, চট্টগ্রাম, বিগত সময়ে ডেপুটি সিসিএম (আর) পূর্ব, চট্টগ্রাম পদে কর্মরত থাকাকালে পূর্বাঞ্চলে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনসমূহের ভাড়া ও পারফরম্যান্স গ্যারান্টি নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির আহবায়ক ছিলেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভাড়া ও পারফরম্যান্স গ্যারান্টি আদায়ের পর অভিযোগ দাখিল করা হয় যে, ২০১২ সালের শর্তানুযায়ী ভাড়া না বাড়িয়ে কম হার নির্ধারণ করে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে। পরবর্তীতে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ০৪.০৪.২০১৯ খ্রি. তারিখে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি ১৮.০৯.২০১৯ খ্রি. তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) উপ-বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৫ জুন, ২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫৪.০০.০০০০. ০২৩.২৭.০০৪.২৩-১৯ নং স্মারকযোগে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানানোর জন্য বলা হয়;

যেহেতু, বর্ণিত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং লিখিত জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে ৩১.০৭.২০২৩ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, সরকার পক্ষ হতে সরবরাহকৃত নথিপত্র অভিযুক্ত জনাব জোবেদা আক্তারের লিখিত বক্তব্য, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন, অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগ এবং নথির সাথে অন্যান্য কাগজপত্রাদি পর্যালোচনাপূর্বক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায়, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনসমূহের ভাড়া ও পারফরম্যান্স গ্যারান্টি পুন:নির্ধারণে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব জোবেদা আক্তার, অতি:সিসিএম (পূর্ব), সিআরবি, চট্টগ্রাম, প্রাক্তন ডেপুটি সিসিএম (আর) পূর্ব, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) উপ-বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত অভিযোগে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৩/২০২৩, তারিখ: ১৫.০৬.২০২৩ খ্রি.) হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৯ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৪.০০১.২০-২৩০**—ডা. মো: আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) মোতাবেক ১৯-০৬-২০২৪ তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

০২। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকীভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর
সচিব।